CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 May, 2024 ■ আগরতলা ৪ মে ২০২৪ ইং ■ ২১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

বঙ্গে চারটি নির্বাচনী সভায়

দেশের মানুষেই আমার পরিবার ঃ মোদী

দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর,বোলপুর ৩ মে (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শুক্রবার প বর্ধমান-দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর এবং বোলপুরে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশা এবং ভোট জিহাদের কংগ্রেসের আবেদনকে তীব্রভাবে নিশানা করেন। এই কর্মসূচিতে বঙ্গ বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার, বর্ধমানের প্রাক্তন প্রার্থী শ্রী অসীম কুমার সরকার, বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী শ্রী দিলীপ ঘোষ, কৃষ্ণনগরের প্রার্থী রানি শ্রীমতি অমৃতা রায়, রানাঘাটের প্রার্থী শ্রী জগন্নাথ সরকার, বহরমপুরের প্রার্থী শ্রী নির্মল কুমার সাহা, বোলপুরের প্রার্থী শ্রীমতি প্রিয়া সাহা এবং বীরভূমের প্রার্থী শ্রী দেবাশীষ ধর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেন যে মোদী আনন্দ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি, মোদী জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহান ভারতের ১৪০ কোটি দেশবাসীর সেবা করতে এসেছেন। মোদীর একটাই স্বপ্ন, মানুষের স্বপ্ন পূরণ করা। মোদীর কাছে দেশের মানুষই তাঁর পরিবার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দরিদ্র পরিবারের সন্তান বলেই দরিদ্রদের দুর্দশা বুঝি। এখন থেকে আর একজন ভারতীয়ও এমন দারিদ্র্যের জীবন যাপন করবে না। গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভারতের উন্নয়ন হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক এর থেকে উপকৃত হবে এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে। ধানের জন্য সমাদৃত হবে বর্ধমান, দুর্গাপুর শুধু দেশে নয়, বিশ্বে শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিতি পাবে। গত ১০ বছরে ১০ কোটি মহিলা মহিলা আত্মনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে ১ কোটি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন এবং এই গোষ্ঠীর ৩ কোটি বোন লাখপতি দিদি হওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েছেন। এখন প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার অধীনে, বাড়ির সোলার প্যানেলের জন্য অর্থ দেওয়া হবে এবং এর ব্যবহারে জনসাধারণের বিদ্যুৎ বিল শূন্য হয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করেও অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। টিএমসি, বাম এবং কংগ্রেসের লোকজন বলে যে তারা লাঠি দিয়ে মোদীর মাথা ভেঙে দেবে, তারা মোদীকে গুলি করবে কিন্তু মোদী ভয় পাওয়ার মতো নয়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বোঝা উচিত যে গরীবরা কখনও ভয়ে তাদের জীবনযাপন করেনি। মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি যতটা ঘৃণা ও কুকথা শোনেন তার থেকে বেশি দেশবাসীর সেবা করবেন। বাম, টিএমসি এবং কংগ্রেসের উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নেই, এই দলগুলি একটি রাজ্যের কী করতে পারে ত্রিপুরা তার উদাহরণ, কিন্তু গত ৫ বছরে বিজেপি ত্রিপুরাকে বদলে দিয়েছে। বামেরা চলে যেতেই ত্রিপুরায় উন্নয়নের সূর্য্য উঠতে শুরু করেছে। দেশের উন্নয়ন করা এসব দলের ক্ষমতায় নেই, তারা ভোটের জন্য দেশ ও সমাজকে বিভক্ত করতে পারে।

শ্রী মোদী বলেন, তৃণমূলের একজন বিধায়ক বলেছেন, ভাগীরথীতে দুই ঘণ্টার মধ্যে হিন্দুরা ভেসে দেবে, এটা কেমন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি? মনে হচ্ছে বাংলার টিএমসি সরকার হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে নামিয়ে দিয়েছে। জয়শ্রী রাম স্লোগানে তৃণমূল নেতাদের জ্বর। রাম মন্দির নির্মাণ ও রাম নবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে তাদের আপত্তি রয়েছে। সন্দেশখালিতে দলিত বোনদের নির্যাতন করা হয়েছিল কিন্তু অভিযুক্তের নাম "শাহজাহান শেখ" হওয়ায় টিএমসি অভিযুক্তদের রক্ষা করে চলেছে। ন্দেশখালিতে শ্রমজীবী বোনেরা তাদের সমস্যার কথা একটি বাংলা গানে প্রকাশ করেছেন এবং সেই গানটি বাংলার প্রতিটি মানুষের শোনা উচিত। তৃণমূল তোষণের রাজনীতি করছে, তাদের কাছে মানব ধর্মের চেয়ে ভোটব্যাঙ্ক বড়। দুই দফার নির্বাচনে যখন অহংকারী জোটের সবকিছু ডুবে গেছে, তখন তারা প্রকাশ্যেই মোদীর বিরুদ্ধে ভোট জিহাদের আবেদন করছে। জিহাদ কাকে বলে এদেশের মানুষ ভালো করেই জানে। দশকের পর দশক ধরে দেশে পর্দার আড়ালে জিহাদের খেলা চললেও এখন হতাশা ও হতাশার কারণে বিরোধীরা প্রকাশ্যে জিহাদের আহ্বান জানাচ্ছে। ভোট জিহাদের এই আবেদনে কংগ্রেস, টিএমসি এবং বাম সহ ইন্ডি জোটের সমস্ত দল চুপ করে বসে আছে। এই নীরবতার স্পষ্ট অর্থ এই যে এই লোকেরা নীরবে ভোট জিহাদের এই আহ্বানকে সমর্থন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ বিকশিত ভারতের জন্য ভোট দিয়ে তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে। ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে ইন্ডি জোট সব কিছু করতে পারে। কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে তারা জনগণের সম্পত্তির এক্স-রে করবেন এবং তাদের বিশেষ ভোট ব্যাঙ্কের মধ্যে বিতরণ করবেন। টিএমসি এবং বামেরাও এই ঘোষণার বিরোধিতা করেনি কারণ পর্দার পিছনের এজেন্ডা তাদের ভোটব্যাঙ্ক। দেশের সংবিধান ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কিন্তু কংগ্রেস ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের ষড়যন্ত্র করছে। কংগ্রেস এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিতে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে বিপর্যস্ত বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা, ক্ষতি প্রায় দেড় কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।। মাত্র একদিনের ঝড়-বৃষ্টিতেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উত্তর জেলা, ঊনকোটি, খোয়াই, সিপাহীজলা, গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে সিপাহীজলা জেলার ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি।

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বৃহস্পতিবারের ঝড়-বাদলে রাজ্যের মোট ১৬৬ কিলোমিটারেরও বেশি পরিবাহি তার ছিড়ে গিয়েছে। ২৩৫ টি খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছে। ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ টি। প্রাথমিক অনুমান , এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা।একদিনের ঝড়েই যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, এর ফলে উল্লেখিত জেলা সমূহে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার দিনভর অতিরিক্ত শ্রমিক সহযোগে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ জনগণকে নিগমের প্রকৌশলী দলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিগমের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিপর্যস্ত এই বিদ্যুৎ পরিষেবাকে কিভাবে দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় , সেই লক্ষ্যে শুক্রবার রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ মহোদয় রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা দেবাশীষ সরকার, মহাব্যবস্থাপক স্বপন দেববর্মা সহ নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন , প্রয়োজনে আরো বেশি শ্রমিক, আরো বেশি গাড়ি ব্যবহার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিসেবাকে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা শ্রী দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, বেশকিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আরো বেশ কিছু এলাকায় এখনো খুঁটি বসানো যায়নি। তার টানা যায়নি। কারণ ভেঙ্গে পড়া গাছপালা সরিয়ে বিদ্যুতের তার টেনে পরিষেবা পুনস্থাপন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বহু এলাকায় এখনো ট্রান্সফর্মার পুনস্থাপন করা যায়নি। তবে আর ঝড় বৃষ্টি না এলে,খুব শীঘ্রই পরিসেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে।

তবে বিদ্যুৎ নিগমের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে হাসপাতাল, পানীয় জলের উৎস সহ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সমূহ রয়েছে বলেও তিনি জানান। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ধর্মনগরে মোট দেড় কিলোমিটার তার ছিড়ে গিয়েছে। খুঁটি ভেঙেছে পাঁচটি। পানিসাগরে দুই কিলোমিটার তার ছিড়েছে। সঙ্গে আটটি খুঁটি ভেঙে গিয়েছে। কুমারঘাটে এক কিলোমিটারের বেশি তার ছিঁড়ে যাওয়া সহ পাঁচটি খুঁটি ভেঙেছে। কৈলাশহরে খুঁটি ভেঙ্গেছে এগারটি। তার ছিঁড়েছে এক কিলোমিটার। তেলিয়ামুড়ায় কোন খুঁটি না ভাঙলেও তার ছিঁড়ে গিয়েছে প্রায় দুই কিলোমিটার। খুঁটি ভেঙেছে একটি। কিন্তু খোয়াইয়ে আড়াই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিকি খুনের মধ্যমনি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ভারতরত্ন ক্লাবের সম্পাদক দুর্গাপ্রসন্ন দেব হত্যাকাণ্ডে এবার নয়া মোড়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি যুবতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তার নাম সুস্মিতা সরকার (২২)। তার বাড়ি পশ্চিম ভুবনবন এলাকায়। এই হত্যাকাণ্ডের সে মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে বলে দাবি পুলিশের।

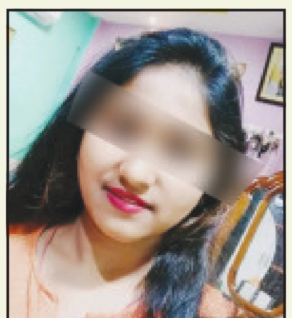

শুক্রবার এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে আইনজীবী ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস জানান, গত ৩০ এপ্রিল রাজধানীর শালবাগানস্থিত হাতিপাড়ায় ভারতরত্ন ক্লাবের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকিকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ প্রদ্যুৎধর চৌধুরী নামে একজনকে আটক করে। তাকে আদালতে সোপর্দ করে তিন দিনের পুলিশ সীমান্তে পাঠিয়ে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। সে জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে আসে মাস্টারমাইন্ড সুস্মিতা সরকারের নাম। তারপর পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের তদন্ত সাপেক্ষে বৃহস্পতিবার সুস্মিতা সরকারকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার অভিযুক্ত সুস্মিতাকে দশ দিনের পুলিশ রিমান্ডে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রদ্যুৎ ধর চৌধুরীর তিনদিনের রিমান্ডে শেষে পুনরায় পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত পিস্তল এবং গুলি কিছুই উদ্ধার হয়নি। এছাড়াও এই ঘটনার সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা পুলিশের।

প্রশাসনের কোন সাহায্য পায়নি মৃতের পরিবার অভিযোগ বাম যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দীপরাজ দেববর্মার। তার মৃতদেহ বাড়িতে আনা পর্যন্ত কোন সাহায্য করেনি প্রশাসন।

এমনই অভিযোগ তুললেন বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব নবারুণ দেব।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক মহিরাজ্যে পরীক্ষার স্থান ঠিক করেছে। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা নিজের টাকা পয়সা খরচ করে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। প্রাণ গেছে দ্বিপরাজ দেববর্মার। শিলচর মেডিকেল কলেজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবারের মধ্যে রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেল স্বাভাবিক হবে, আশাবাদী পাম্প মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।। আগামী রবিবারের মধ্যেই পেট্রোল পাম্প গুলিতে চাহিদা অনুযায়ী মিলবে পেট্রোল এবং ডিজেল। এমনটাই জানা গেছে পেট্রোল পাম্প গুলির কর্তৃপক্ষদের তরফে। উল্লেখ্য গত ২৭ এপ্রিল লামডিং সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃষ্টিপাতের কারণে। যার ফলে আটকে গেছিল পন্যবাহী এবং যাত্রীবাহী বেশ কিছু রেলগাড়ি। বর্তমানে সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে। তারপরেই রওনা দেবে জ্বালানি বোঝাই রেল গাড়ি গুলি। ধারণা করা হচ্ছে শনিবারের মধ্যেই ট্রেনগুলি এসে ধর্মনগরে পৌঁছবে।। তারপরেই গাড়ির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোল এবং ডিজেল সরবরাহ করা হবে। অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যেই পেট্রোল পাম্প গুলিতে চাহিদা অনুযায়ী পেট্রোল এবং ডিজেল মিলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই আগরতলা শহরের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প গুলিতে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই পেট্রোল এবং ডিজেল এ রেশনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েই জ্বালানি সংগ্রহ করে রাখছেন। যার ফলে বাড়ছে পেট্রোল পাম্প গুলিতে দীর্ঘ লাইন। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প গুলিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল এবং ডিজেল বাইক এবং গাড়িতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে মৃত্যু অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ভালোবেসে বিয়ে করে শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। মর্মান্তিক এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক তরুণী গৃহবধূর। তরুণী গৃহবধূর নাম পূজা দাস(১৯)। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মৃত গৃহবধুর পিতা দীপক দাসের কাছ থেকে জানা যায়। গত তিন থেকে চার বছর আগে প্রশাসনের অগোচরে ভালোবেসে রাজধানীর আড়ালিয়া এলাকার নাবালিকা পূজার সাথে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিল আমবাসার প্রলয় দেবনাথের।বিয়ের পর থেকেই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পরিবারের ঝামেলা লেগে থাকতো।

গত ১৬মে বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে শশুর বাড়িতে যাওয়ার পর শাশুড়ি এবং স্বামীর সাথে বাপের বাড়িতে আসার বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধে গৃহবধুর সঙ্গে। তারপরেই অগ্নিদগ্ধ হয় গৃহবধূ পূজা। তারপর গৃহবধূকে নিয়ে যাওয়া হয় কুলাই হাসপাতালে। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে না উঠায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি পূজার। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হার মেনে যায় পূজা। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পূজার পরিবারের হাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের জামাইয়ের হাতে আক্রান্ত শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ মে।। এবারে মেয়ের জামাই হাতে আক্রান্ত হলেন শাশুড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর দাতারাম এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পিত্রা বড়বাড়ি এলাকার এশাদ মিয়ার মেয়ে আমেনা খাতুন কে দাতারাম এলাকার হাবিল মিয়ার ছেলে সাহা পরান মিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে জিটি ১৮ বছর আগে। বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার শুরু হয় ওই গৃহবধূর উপর। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে শুক্রবার সকালে মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে যান তার মা। যখন মেয়েকে নিয়ে চলে আসছিলেন তখন মেয়ের জামাই তার শাশুড়ির উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃতের পরিবারে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চাকুরী পরীক্ষার্থী বোঝাই বাস দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে দ্বীপরাজ দেব্বর্মার মৃত্যু হয়েছে। আজ মৃতের পরিবারে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে যুব কংগ্রেস। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

যুব কংগ্রেস জনৈক নেতৃত্ব জানিয়েছেন, দ্বীপরাজ দেববর্মার মৃত্যুর দায়ভার স্বীকার করে ব্যাঙ্কের এমডি-কে পদত্যাগ করতে হবে। অবিলম্বে মৃতের পরিবারের একজনকে ব্যাঙ্কে চাকুরি প্রদান করতে হবে।পাশাপাশি বাস দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

টিআরটিসিতে পরীক্ষার্থী শূন্য বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে : আগরতলা টিআরটিসি -তে পরীক্ষার্থী শূন্য বাস। আসামে বাস দুর্ঘটনার পর কোন পরীক্ষার্থী বাসে করে আজ ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে যেতে চাইছে না।

ত্রিপুরা স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আজ সকাল ৮টা নাগাদ টিআরটিসি থেকে আসামের উদ্দেশ্যে রওয়না দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা স্টেট কো- অপারেটিভ ব্যাংকের চাকুরী পরীক্ষার্থী বোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। ওই দুর্ঘটনার পর ভয়ে কেউ বাস দিয়ে আসাম যেতে চাইছেন না।

দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানালেও এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।। ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে আসামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয় একটি বাস। যার ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরো অনেকে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার রাজধানীর বটতলা এলাকায় এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন এআইডিওয়াইও এবং এআইডিএসও।

এই দুর্ঘটনায় আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং রাজের যুবক-যুবতীদের স্বার্থে সকল পরীক্ষা কেন্দ্র রাজ্যে করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব হয় এ দিন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে এ আই ডি এস ও রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে বলেন, ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কফিনবন্দী দ্বীপরাজের দেহ বাড়িতে আসতেই গোটা গ্রাম কান্নায় ভারি হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে ।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চাকুরী পরীক্ষার্থী বোঝাই বাস দুর্ঘটনায় নিহত দ্বীপরাজ দেব্বর্মার নিথর দেহ শুক্রবার নিজ বাড়িতে আনতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন। পরিবারের সদ্যসরা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কফিন বন্দী হয়ে দ্বীপরাজ বাড়ি ফিরবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এএস০১এমসি ০২৪৩ নম্বরের বাস চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল।রাত ১২ টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার হারেঙ্গাজাও ডিটক্সছড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০▫ সংখ্যা ২০১ ▫৪ মে ২০২৪ ইং ▫ ২১ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গতি হোক সুনিয়ন্ত্রিত

পথ দুর্ঘটনা প্রতিদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ঘটনা এড়াইতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলেও তাহা বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে সকলকে সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হইবে। অন্যথায় সড়কে যানবাহনের গতি সু নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইবে না।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৩ মিনিটে দেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইতেছে একজনের ! তবে এই পথদুর্ঘটনা এড়াইতে আমদের হাত-পা গুটাইয়া ঘরবন্দি হইয়া থাকিলে চলিবে না। ঘরের বাইরে পা রাখাটা অনিবার্য। তাই আমাদের সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হইবে। এই সচেতনতা বাড়াইতে দেশ জুরিয়া পালন করা হয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ।এখন অনেক গতি আসিয়াছে। আমরা ছুটিতেছি। আমরা চঞ্চল। বিশেষ করিয়া দু’’চাকায় লাগিয়া আছে পাগলামো। রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলিলেই কোনো না কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর থাকিবেই। এটা একটা কমন ফিচার। অথচ আমাদের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে জড়াইয়া আছে রাস্তায় বেরোনো। বাসে বা ক্যাবে, কিম্বা টু হুইলারে বা পায়ে হাটিয়া আমাদের যাইতেই হয় গন্তব্যে।এমনটা নয়, যে পথদুর্ঘটনা এড়াইতে আমরা হাত-পা গুটাইয়া ঘরবন্দি থাকিব। নানান কাজকর্মে ঘরের বাইরে পা রাখাটা যেমন অনিবার্য তেমনই দুর্ঘটনাও ইনএভিটেবল ইভিল। তবু আমাদের সতর্ক থাকিতে হয়, সচেতন থাকিতে হয়। আর এই সচেতনতার ডিগ্রি বাড়াইতে পালন করা হয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। যাহাতে করাইয়া আনা যায় সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা। পরিসংখ্যান বলিতেছে, প্রতি ৩ মিনিটে গোটা দেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের ! ২০২১ সালের হিসেব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রে এটি জানা গিয়াছে।২০২২ সালে ৪,৬০,০০০ টিরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। যাহার ফলে ১লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৯১ জন প্রাণ হারাইয়াছে - যাহা সর্বকালীন রেকর্ড। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু’’র তরফে প্রকাশিত তথ্য বলিতেছে, বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১৩ জনই ভারতীয় ।অনেকেই মনে করেন, যে সংখ্যায় লোকজন বাড়িয়াছে, যানবাহনের বাড়িয়াছে, ঠিক সেই হারে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি। ফলে ভারসাম্যের একটা অভাব ঘটিয়াছে। এই ভাবনার কিছুটা ঠিক। তবে এটা না স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে, যে আগের তুলনায় প্রায় সব রাস্তাই এখন অনেক চওড়া হইয়াছে ।আর পাকা রাস্তার সংখ্যাই এখন বেশি, তাই ভারসাম্যের অভাবেই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে এমনটা দেগে দেওয়া ঠিক নয়। বরং বলা উচিত, সড়ক পরিষেবায় প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তবে এটা ঠিক আমরা আপন মুদ্রাদোষে বিপদকে ডাকিয়া আনি। কখনও মোবাইলে কথা বলিতে বলিতে রাস্তা পার হওয়া, কখনও বা সিগনাল ভেঙে গাড়ি চালানো, কখনো বা ট্রাজিক উল্লাসে উন্মাদের গতিতে গাড়ি ছোটাই। ট্র্যাফিক আইনের তোয়াক্কা না করিবার এমন উদাহরণ প্রায়শই নজরে আসে।এর ফলে প্রায় প্রতি দিনই দুর্ঘটনার শিকার হইতেছে অনেকে। পথ নিরাপত্তা নিয়া সচেতনতার প্রসারে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচি প্রতিবছরই পালিত হয় সরকারি বা বেসরকারি নানা সংস্থার উদ্যোগে।এই নিরাপত্তারও একটা ইতিহাস আছে। সড়ক দুর্ঘটনার সবচেয়ে বেশি বলি ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি শিশু-কিশোর-কিশোরীরা। উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে সড়ক নিরাপত্তা অনেক কম এবং সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অনেক বেশি ।তবে সচেতনতা বাড়ানোর নানা চেষ্টা চলিতেছে। মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট সংশধনী করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত অনেক কড়া শাস্তি ও জরিমানার কথা বলা হইয়াছে। তবে এগুলো আইনের কথা। কিছু মৌলিক এবং সাধারণ কাজ এ বিষয়ে করা যায়। সবথেকে সাধারণ কাজ হইল ট্রাফিক বিধি আর নিয়মগুলি মানিয়া চলা। এক সারিতে গাড়ি চালানো, সূচক বা ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা সঠিক সময়ে, রদ হওয়া লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি না চালানো ইত্যাদি ।সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র নির্ধারিত গাড়ি রাখিবার জায়গাতেই গাড়ি রাখা বা পার্ক করুন। পথনিরাপত্তার শপথ নিয়া প্রতিদিন পথে নামুন এবং দায়িত্বশীল ভাবে গাড়ি চালান। গবেষণায় দেখা গিয়াছে, পথদুর্ঘটনার জন্য প্রধান দায়ী গাড়ির গতি। নিজের ও সহনাগরিকের জীবনের গতি অক্ষত রাখিতে আসুন আমরা নিয়ন্ত্রণ করি গাড়ির গতি। যে গতি আমাদের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে অতর্কিতে, আসুন ভেঙে ফেলি সেই ডানা। গন্তব্য হোক লক্ষ্য, গতি হোক সুনিয়ন্ত্রিত।

সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

হিন্দুধর্মে, সংসার হল আত্মার ভ্রমণ। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ‘পুণ্যময় জীবন’ ও ‘ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম’ ভাল ভবিষ্যতের অবদান রাখে, তা এই জীবনে হোক বা ভবিষ্যতে। পরিবারের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন হলো সংসার। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’...এই কথাটি আমাদের সমাজে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু একটি সংসার বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বা পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্যে শুধুই কি এক মহিলারই ভূমিকা থাকে?

সেই বাড়ির পুরুষ সদস্যের কি কোনও ভূমিকা থাকে না? বর্তমান প্রজন্ম কিন্তু ঠিক সেভাবে ভাবে না। আসলে সংসার ভালো রাখার জন্য ও সেখানে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে দু’জনের ভূমিকাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। সংসারে দুজন মানুষের সমান ভূমিকা এবং সমান গুরুত্ব থাকা উচিত। একজন ভালো স্ত্রীর যেমন প্রয়োজন, তেমনি একজন ভালো স্বামীরও কিন্তু ভূমিকা অনেক।

একজন মহিলা তাঁর স্বামীর মধ্যে যে পাঁচটি গুণ দেখতে চান, বা যে পাঁচটি বিষয় স্বামীর মধ্যে দেখলে মনে হয় তাঁদের জীবনে সুখের কোনও ঘাটতি হবে না সেগুলো হলো

১.*স্ত্রীর কথা মন দিয়ে শোনা*

সব মহিলাই চান, তাঁর স্বামী যেন একজন ভালো শ্রোতা হন। স্ত্রীর কথা না শুনলে বা গুরুত্ব না দিলে কিন্তু আপনার প্রতি ধীরে ধীরে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠবেন।

আপনার প্রতি আশাও কমে আসবে। বরং, এরপর থেকেই সংসারে অশান্তি শুরু হবে। তাই স্ত্রীর কথা অবশ্যই মন দিয়ে শুনুন। তারপর নিজের মতামত জানান। কথা শোনা আর কথা মেনে চলার মধ্যে ও পার্থক্য আছে, তা ভুললে চলবে না। *২.সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নিন* কোনও পরিবার এবং সংসারের সুখ-শান্তির দায়িত্ব কিন্তু প্রত্যেকের। সেই বিষয়ে আপনাকেই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। আপনার স্ত্রী যেমন সংসারের কাজ করবেন, একইভাবে আপনাকেও কিন্তু সেই দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

আপনারা দু’জনেই যদি চাকুরিজীবী হন, তবে এটি আরও বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে। তিনি যদি রান্না করেন, তাহলে আপনি সবজি কেটে গুছিয়ে দিন। এভাবেই কাজ ভাগ করে নিতে হবে।

৩. স্ত্রী’কে ভালো বন্ধু মনে করা

একজন মহিলার কিন্তু এই আকাঙ্খা মনে সব সময় থাকে। তিনি স্বামীকে বন্ধু হিসেবে পেতে চান। আসলে, বন্ধুত্বের সম্পর্কে দুজনের অধিকার সমান হয়। দু’জনেই দু’জনকে সম্মান করেন।

স্বামী যদি বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে নিশ্চিন্তে সব মনের কথা বলা যায়। কোনও অসুবিধায় পড়তে হয় না। কোনও কাজ করার আগে দশবার ভাবতে হয় না। বরং, দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব দায়িত্ব নিতে পারেন, একইভাবে মনের কথা খুলে বলতেও দুবার ভাবতে হয় না।

হাতটি ছাড়বেন না

একটি পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্যে এবং সাংসারিক ঝগড়া এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একে অপরকে সম্মান করা প্রয়োজন। দাম্পত্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা কিন্তু ভিতের মতো হয়ে ওঠে।

আপনাদের সম্পর্কের এই দুটি দিক যদি মজবুত হয়, তবে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তাই স্ত্রীকে, স্ত্রীর মতামতকে সম্মান করুন। তিনি আপনার থেকে এইটুকুই আশা করেন। দুজনে খুব ভালো থাকুন। সংসার সুখের হোক দুজনের গুণেই। *৪.স্ত্রীকে সমর্থন করা* আপনার সঙ্গে স্ত্রীর সমস্যা হতেই পারে। তাঁর কোনও জিনিস আপনার অপছন্দ হতেই পারে। মতামতেরও পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু তাঁকে সেইসব কথা ব্যক্তিগত ভাবে জানান। আপনাদের অন্য ব্যক্তিগত মুহূর্তও যেমন থাকবে, একইভাবে ঝগড়াও করবেন ব্যক্তিগত ভাবে। *৫.সবার সামনে স্ত্রীর উপর চিৎকার না করা* সবার সামনে স্ত্রীকে কখনোই অপমান করবেন না। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি এবং আপনার স্ত্রী একটি টিম। তাই তাঁর প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া আপনার কর্তব্য। অন্য কারও সামনে স্ত্রীকে সমর্থন করুন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খারাপ লাগার কথা জানান। সবশেষে একটা কথাই বলতে পারি *সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে, গুণবান পতি যদি মিলে তার সনে*।

বিজ্ঞানের চোখে সবাই সমান

বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তিকে দেশ কালের সীমানায় বাঁধতে চান অনেকে। দেখাতে চান একক অগ্রগতি হিসেবে। অথচ এসব অগ্রগতি সামগ্রিক। পিথাগোরাস, ম্যাগেলান, নিউটন বা আইনস্টাইনের পথ ধরে আজকের বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তি সবার.. *আসিফ*

একটা সময় সৌরজগৎকেই বিশ্বজগৎ হিসেবে জানতাম। পরবর্তীকালে হাজার বছরের সংগ্রামে সৃষ্টিশীল মানবমন উন্মোচন করে, শুধু সূর্য আর সৌরজগৎ নিয়েই এ মহাবিশ্ব নয়। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই সৌরজগতের মতো ১৩ হাজার কোটি গ্রহমণ্ডল রয়েছে। আরও কোটি কোটি গ্যালাক্সি তো হিসাবের বাইরে রয়েই গেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, স্বল্প কিছু মানবমনের অন্তহীন সংগ্রামে এই যে আমরা এত কিছু জানতে পেরেছি, সেই মন যে মানবসম্প্রদায়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা সমাজ বলি, তার কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে? সৌরজগৎ সম্পর্কে কয়েক হাজার বছরের প্রচেষ্টায় অর্জিত সব ধারণায় যে বিকেন্দ্রীকরণের ইঙ্গিত রয়েছে, তা কি সমাজ নিতে পেরেছে?

বিকেন্দ্রীকরণ তো মানবিক পথের প্রতিফলনসবার একজন হয়ে বাঁচা, সবার সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া। যদি নিত, তাহলে তো একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীজুড়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বৈরাচারী ও একনায়কতান্ত্রিক আচরণ, ক্ষমতায় থাকার জন্য এত যুদ্ধংদেহী মনোভাব, এত ভয়ংকর হয়ে ওঠার কথা ছিল না। তাহলে কেন বিশ্বের কিছু প্রভাবশালী দেশের মধ্যে এবং ক্ষমতাবান কিছু ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রবণতা এত প্রবল হয়ে উঠছে? যেমন বছরখানেক আগে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সময় ১২ জুলাই রাত তিনটায় জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা প্রথম ছবি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ ঘটনা পৃথিবীব্যাপী সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এই উন্মোচন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে ক্রম অগ্রগতির প্রক্রিয়া; পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, যুক্তিতর্কে গাণিতিকভাবে সাজানো, হঠাৎই কিছু পাওয়ার বিষয় নয়। এর ফলেই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিয়ে আমরা মানুষেরা আরও গভীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছি। যদিও সেদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা ছবি উন্মোচনের ঘোষণার মধ্যে ছিল রাজনীতি, ছিল কর্তৃত্ববাদী আচরণ।

এমন একটা ব্যাপার ১৯৬৯ সালে চন্দ্রাভিযানে ঘটেছিল। চাঁদে পদার্পণটা মানবজাতির অগ্রগতি ছিল না। শুধু ছিল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই। অবশ্য মানুষের চাঁদে যাওয়ার উদ্যোগটায় শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই থাকলেও নীল আর্মস্ট্রংয়ের বক্তব্যে মানবজাতির পক্ষে প্রতিনিধিত্বের রেশই ছিলএকটা মানুষের জন্য ছোট পদক্ষেপ, মানবজাতির জন্য বিশাল পদক্ষেপ।

যদি ওয়েব টেলিস্কোপ বা চাঁদে অভিযানের তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান পদ্ধতিগতভাবে ঘটত, তাহলে সমাজগুলো হয়ে উঠত বিজ্ঞানমনস্ক। ধারণাগুলো আত্তীকরণে মানুষ সামর্থ্যবান হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা নিত, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটত, চাঁদে অভিযানগুলোর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তুলে ধরা হতো। কিন্তু তা ঘটেনি, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তি নিজেদের একক অগ্রগতি হিসেবে দেখানো বা দেখা হচ্ছে। কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম একক রাষ্ট্রের সীমানা থেকে আসেনি; সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় উদ্ভূত হয়েছে। সেই প্রাকৃতিক নিয়ম বা মৌলিক পদ্ধতিগুলোরও একটা ধারাবাহিক বিকাশ রয়েছে। তাকে তো রাষ্ট্রের সীমানা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। ফলে শুধু মহাকাশ অভিযানে নয়, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে এসব সংকীর্ণ আচরণে, প্রতিবিপরীত তথ্য ও ধারণার জালে আমরা এমনভাবে আটকা পড়ে গেছি, আমাদের বৌদ্ধিক জায়গায় বিষয়টার প্রভাব ফেলছে না। ফলে আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণা ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির সঙ্গে মানসিক সংস্কৃতির প্রবল ফারাক তৈরি হয়ে গেছে।

সম্প্রতি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘সৌরজগৎ: দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইতিহাস’ শিরোনামের আলোচনার বক্তৃতায় এ প্রশ্নগুলোই আমাকে আলোড়িত করেছিল। জগতের রহস্য উন্মোচনে মানুষ কীভাবে চিন্তা করেছিল? প্রাচীন মানুষদের অনেকে ভাবতেন, পৃথিবী আকারে চ্যাপটা চাকতির মতো বা একটু উত্তল, কিছু একটার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের লোকেরা ভাবতেন, পৃথিবী একটা গোলার্ধ, ভর দিয়ে আছে চারটি দিগস্তীর ওপর, আর দিগস্তীগুলো দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট একটা কাছিমের ওপর। কাছিমটি আছে জলের ওপর। আবার রুশদের ধারণা ছিল, পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে তিমিদের ওপর। তিমিগুলো লেজ নাড়ালেই ভূমিকম্প। তিমিগুলো থাকে জলে। কিন্তু এই পানি কিসের ওপর আছে, ভাবলেই এক অন্তহীন প্রশ্নের সূচনা হবে। তবে মানুষের এসব উদ্ভট কল্পনা মনে হলেও পৃথিবীকে কেন্দ্রস্থলে রাখতে চেয়েছে। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল, টলেমির প্রকল্পেও তা---ই দেখি। যদিও এসব বিশৃঙ্খল ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষ সুশৃঙ্খল ধারণায় পৌঁছাতে পেরেছিল। তবে নিজেকে, মানে পৃথিবীকে রাখতে চেয়েছিল থালার কেন্দ্রস্থলে। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে বলা যায়, মানব বিকাশে এই প্রবৃত্তির উদ্ভব ঘটেছে, যা এখন অসংগতি বা অসুস্থতা তৈরি করছে।

সেই সুশৃঙ্খল ধারণায় কয়েকজনের মধ্যে পিথাগোরাসের নাম এমনিই চলে আসে। জর্জ সার্টনের ভাষায়, ‘তিনি হলেন গণিতের সব যুগের অভিভাবক।’ ২ হাজার ৫০০ বছর আগে পিথাগোরাস প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী গোল; চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর বক্র ছায়া পড়ার কারণে অথবা জাহাজ স্যামস দ্বীপ থেকে দূরে সরে গিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ‘পৃথিবী হলো গোল’। আমি বহু শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, পৃথিবী যে গোল, তা কীভাবে বোঝা যায়? তারা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছে, ‘বই পড়ে।’ কথা হলো, আমাদের চারপাশের কোনো কিছু থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ঢাকা শহরের কোনো জায়গা থেকে তো সম্ভবই নয়; যেখানে ভালোভাবে আকাশ দেখা যায় না প্রশস্ত খালি জায়গার অভাবে। এমনকি কংক্রিটের উঁচু ভবনের ছাদে দাঁড়িয়েও দিগন্ত দেখা যায় না, তাহলে কীভাবে সম্ভব? তারপর খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে ইরাতোস্থেনিস পৃথিবী যে গোল, তা হাতে- কলমে দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীর পরিধি মাপতে সক্ষম হলেন। তারপরও হাজার বছর সময় লেগে গিয়েছিল মানুষের তা স্বীকার করতে। এর একটা কারণ হচ্ছে, গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কেননা আটকে থাকার মহাকর্ষের ধারণা তখন ছিল না। তবে ইরাতোস্থেনিসের পৃথিবী যে গোল, তা মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম। বসবাসের যোগ্য এক আবাসভূমি। এই ধারণা মানুষকে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এতে অনেকে সাড়া দিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবনের বিনিময়ে পৃথিবীটাকে ঘুরেই দেখেছিলেন। দেখিয়েছিলেন তার বাস্তব প্রমাণপৃথিবী যে সত্যিকার অর্থেই গোল। ১৫১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ২৩৯ জনের বেশি নাবিক নিয়ে তিনি স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে যাত্রা করেন। স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে আরম্ভ করে লোহিত সাগর হয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বাঁক ঘুরে আটলান্টিক হয়ে, প্রশান্ত সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ম্যাগেলানের জাহাজ ফিরে এসেছিল মাত্র ১৮ জন নিয়ে। এই মহাভ্রমণে তিন বছর সময় লেগেছিল। ২২১ জন নাবিকের জীবনের বিনিময়ে বোঝা গেল পৃথিবী গোল, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বসবাস। প্রকৃতিতে উঁচু-নিচু বলে কিছু নেই। তবে ব্যাখ্যা করা গেল না, কেন পৃথিবী গোল। নিকোলাস কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও গ্যালিলি, জোহানস কেপলার হয়ে আইজ্যাক নিউটন তাঁদের ধারণাগুলো দিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেলেন, কেন শুধু পৃথিবীই নয়, গ্রহগুলোও গোল। কারণ, মহাকর্ষ, প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে টানে, ভরের সমানুপাতে, দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে এবং গোল হওয়ার পরও আমরা পৃথিবী বা গ্রহপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যাই না, উঁচু-নিচু বলে কোনো বাস্তবতা পৃথিবীতে নেই, সৌরজগৎ বা গ্যালাক্সিতে নেই; শুধু মানববিশ্বে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা দিয়ে তা নির্মাণ করেছি। ১৯২৪ সালে হাবল এবং হুমাসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল, মিল্কিওয়ের মতো অসংখ্য গ্যালাক্সি মহাশূন্যে অপরিমেয় দূরত্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ১৯২২ সালের দিকে রুশ গণিতবিদ আলেক্সান্দার ফ্রিডম্যান আইনস্টানীয় মডেলকে একটি প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ও পরাবৃত্তিক স্থান বলে অনুমোদন দেন। এসব ধারণা মহাবিশ্বকে আমাদের কাছে এমন এক জগতে পরিণত করে, যার প্রতিটা বিন্দুই প্রাণ ও প্রতিটা বিন্দু কেন্দ্র। তবে পাঠ্যবইগুলো এ ঘটনাগুলোকে সেই অর্থে সামাজিকীকরণ না করলেও এই ধারণা যোগাযোগের জাল বিস্তারে লাভ-ক্ষতির তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করল। আমরা ক্রমেই সাংস্কৃতিক সংঘাতের পথে এগোতে থাকলাম। অথচ ভূকেন্দ্রিক মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, পৃথিবীকে স্থির ও কেন্দ্রে রেখে বিশ্বজগৎকে দেখা। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের বিক্ষিপ্ত ভাবনা, অসংলগ্ন ধারণাগুলো পেছনে রেখে একটা যৌক্তিক বিন্যাস তৈরির প্রচেষ্টা। আবার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা শুধু আমার অঞ্চলটিকে সর্বোত্কৃষ্ট ভাবার প্রবণতারও উত এটা।

পৃথিবী এখন নিউটন, ম্যান্ডেল, রিম্যান, আইনস্টাইন, ফ্রিডম্যান হয়ে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে বিশ্বজগৎ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। দুই হাজার বছর পার হয়ে গেছে। আমরা আধুনিক ধারণা থেকে দেখেছি, কেন্দ্র আর প্রান্তের ভীষণ ঐক্য। অথচ কী আশ্চর্য, বিশ্ব মারামারি করে চলেছেআমিই উঁচুতে, আমারটাই শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ জাতির অংশ, আমিই কেন্দ্র। এর যেন শেষ নেই।

চতুর্থ মাত্রায় ভ্রমণ

স্টিফেন হকিং, ভাষান্তর: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

বিজ্ঞানে একসময় সময় ভ্রমণ নিয়ে চিন্তার চর্চা ছিল না। আমিও এ নিয়ে কথাবার্তা বলতাম না খুব একটা। পাছে না আবার পাগলের খেতাব পাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই। এখন একটা টাইম মেশিন পেলে আমি দেখে আসব সেই মুহূর্তটি, যখন গ্যালিলিও আকাশের দিকে তাক করেছিলেন তাঁর টেলিস্কোপখানা। কিংবা চলে যাব মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তেও। দেখে আসব, কীভাবে ইতি ঘটবে এ মহাবিশ্বের।

সময় ভ্রমণ কী করে সম্ভব সেটা বুঝতে হলে পদার্থবিদের মতো করে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, বলছি চতুর্থ মাত্রার কথা। বিষয়টাকে একটু কঠিন মনে হলেও আসলে তা নয়। একটি ছোট বাচ্চাও জানে, প্রতিটি বস্তুই ত্রিমাত্রিক স্থানে অবস্থান করে। এই যে আমিও। সবকিছুরই আছে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। দৈর্ঘ্য আছে আরেক ধরনেরও। একজন মানুষ হয়তো ৮০ বছর বাঁচতে পারেন। আবার স্টোনহেঞ্জের পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। আমাদের সৌরজগৎ থাকবে আরও কয়েক শ কোটি বছর। ফলে সবকিছুর দৈর্ঘ্য স্থানের দিকে যেমন আছে, তেমনি আছে সময়ের দিকেও। তাই সময় ভ্রমণের মানে হলো, এই চতুর্থ মাত্রা দিয়ে চলাচল। ধরুন, আপনি একটি রাস্তা ধরে সোজাসুজি চলছেন। এটা হলো একমাত্রিক চলাচল। ডানে বা বাঁয়ে ঘুরলে সঙ্গে আরেকটি মাত্রা যোগ হবে। পথটা পাহাড়ি হলে একটু ওপরে উঠলে বা নিচে নামলেই যোগ হবে আরও একটি মাত্রা। কিন্তু সময়-মাত্রাটি ব্যবহার করে কীভাবে সামনে-পেছনে আসা যায়? চলচ্চিত্রে অনেক সময় টাইম মেশিন দেখানো হয়, যেটায় চেপে বসলেই সময়-সুড়ঙ্গ পার হয়ে চলে যাওয়া যায় অতীত বা ভবিষ্যতে। বুদ্ধিটা একেবারে খারাপ নয়। সময়-সুড়ঙ্গের কথাও ভাবছেন বিজ্ঞানীরাও। নাম ওয়ার্মহোল। আমাদের আশপাশেই রয়েছে বহু ওয়ার্মহোল। কিন্তু অনেক অনেক ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

জগতের কোনো কিছুই একদম মসৃণ নয়। সবচেয়ে মসৃণ বস্তুতেও কিছু ভাঁজ বা কুঞ্চন থাকেই। একই কথা খাটে সময়ের জন্যও। অণু ও পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র মাপকাঠিতে কোয়ান্টাম ফোম নামে একটি জায়গা আছে। ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব এখানেই। এই কোয়ান্টাম জগতে স্থানকালের মধ্য দিয়ে অবিরত তৈরি ও ধ্বংস হয় সুড়ঙ্গ। এরা যুক্ত করে দুটি আলাদা স্থান ও সময়কে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই সুড়ঙ্গ ১ সেন্টিমিটারের ১ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ পরিমাণ চওড়া। তাহলে পার হওয়ার উপায়? কিছু কিছু বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, কোনোভাবে একটি ওয়ার্মহোলকে পাকড়াও করে হয়তো মানুষের পারাপারের মতো বড় করে তোলা যাবে। হয়তো তার এক মুখ থাকবে পৃথিবীতে, আরেক মুখ বহু বহু দূরের কোনো গ্রহে বা দূরের কোনো অতীত বা ভবিষ্যতে।

কিন্তু সময় ভ্রমণের একটি সমস্যা হলো কিছু প্যারাডক্স বা স্ববিরোধিতা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটির নাম গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স। এটাকে একটু সরল করে অন্যভাবে বলি। নাম দিলাম ম্যাড সায়েন্টিস্ট প্যারাডক্স। মনে করুন আমি একটি সময়-সুড়ঙ্গ বানালাম, যা মাত্র এক মিনিট লম্বা। এটায় চোখ রেখে পাগল বিজ্ঞানী নিজের এক মিনিট আগের চেহারা দেখছেন। কিন্তু তিনি যদি সুড়ঙ্গের ওপারের চেহারায় গুলি করেন তাহলে কী হবে? তিনি তাহলে এক মিনিট আগে মারা গেলেন? তাহলে গুলিটা কে করল?

এ ধরনের টাইম মেশিন মহাবিশ্বের মৌলিক একটি নীতির বিরুদ্ধে যায়। ফলাফলের আগে কারণ ঘটে। কখনোই উল্টোটা নয়। তা না হলে মহাবিশ্ব হতো বিশৃঙ্খল। ফলে আমার বিশ্বাস, কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানী নিজেকে গুলি করতে ব্যর্থ হবেনই। তা ছাড়া ওয়ার্মহোল বেশিক্ষণ টিকেও থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ধরুন, একটি স্পিকার দিয়ে গান বাজছে। তার দিয়ে মাইক যুক্ত করে শব্দ বাড়ানো হলো। মাইকের সামনেই যদি স্পিকার রাখা হয় তাহলে কী হবে? প্রতিবার ঘুরে এসে শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। কেউ না থামিয়ে দিলে একসময় পুরো সাউন্ড সিস্টেম ভেঙে পড়বে। একই ঘটনা ঘটবে ওয়ার্মহোলের ক্ষেত্রেও। তবে এখানে শব্দের বদলে কাজ করবে বিকিরণ। ওয়ার্মহোলের মুখ খুলতে না-খুলতেই এতে বিকিরণ প্রবেশ করবে এবং লুপ আকারে ঘুরবে। একসময় এর শক্তি এত বাড়বে যে এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়-সুড়ঙ্গগুলো দিয়ে বাস্তবে কাজ হবে না।

তবে সময় ভ্রমণ করে ভবিষ্যতে যাওয়ার আরেকটি উপায় আছে। সময় প্রবাহিত হয় নদীর মতো। অবিরত। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহের গতি আলাদা। ১০০ বছর আগে কথাটা প্রথম বলেছিলেন আইনস্টাইন। কথাটার প্রমাণ আছে আমাদের হাতের নাগালেই। আমরা বর্তমানে হরদম জিপিএস ব্যবহার করি। এটি কাজ করে উপগ্রহের মাধ্যমে। উপগ্রহে আছে খুব নিখুঁত ঘড়ি। কিন্তু শতভাগ নয়। পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় উপগ্রহের ঘড়ি প্রতিদিন এক সেকেন্ডের এক শ কোটি ভাগের এক ভাগ দ্রুত চলে। এটাকে হিসাবে না ধরলে জিপিএসের নির্দেশনা হবে ভুল। ওই ঘড়িগুলো দ্রুত চলে কারণ পৃথিবীর তুলনায় মহাশূন্যে সময়ই দ্রুত চলে। এর কারণ পৃথিবীর ভর। একটি বস্তু যত ভারী হয়, সেটি তত বেশি ধীর করে দেয় সময়কে। এর ফলেই উন্মুক্ত হয়েছে সময় ভ্রমণের আরেকটি সম্ভাবনা। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে গ্যালাক্সির সবচেয়ে ভারী বস্তুগুলো। রয়েছে একটি সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাকহোল)। ভর চল্লিশ লক্ষ সূর্যের সমান, যে ভর কেন্দ্রীভূত আছে একটি মাত্র বিন্দুতে। এর খুব কাছ থেকে আলোও বের হতে পারে না। সময়কে সবচেয়ে বেশি বিকৃত করে কৃষ্ণগহ্বর। তৈরি করে প্রাকৃতিক টাইম মেশিন।

মনে করুন, কেউ মহাকাশযানে চেপে কৃষ্ণগহ্বর ভ্রমণে গেলেন। পৃথিবী থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১৬ মিনিটে একবার তিনি প্রদক্ষিণ করছেন কৃষ্ণগহ্বরটিকে। কিন্তু নভোচারী প্রতি ১৬ মিনিটের বদলে অনুভব করছেন মাত্র ৮ মিনিট। ফলে কৃষ্ণগহ্বর থেকে দূরে অবস্থান করা কারও চেয়ে তিনি অনুভব করবেন অর্ধেকটা সময়। যানের নভোচারী সময় ভেদ করে চলতে থাকবেন। ধরুন, তিনি পাঁচ বছর এভাবে ঘুরলেন। ফিরে এসে দেখবেন, পৃথিবীতে পার হয়ে গেছে ১০ বছর। মানে, পাঁচ বছর বেশি। তার মানে অতিভারী কৃষ্ণগহ্বররা এক একটি টাইম মেশিন। এটি ওয়ার্মহোলের মতো প্যারাডক্সেরও জন্ম দেয় না। তবে ভাবনাটি পুরাপুরি বাস্তবসম্মত নয়। এবং খুব ভয়ংকর। তার ওপর এভাবে খুব বেশি দূর ভবিষ্যতে যাওয়াও যাবে না। তবে খুশির খবর হলো, উপায় আছে আরেকটিও। এর জন্য চলতে হবে অনেক অনেক বেশি বেগে। আমরা জানি, মহাবিশ্বে গতির একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত আছে। এটি হলো সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল, যার অপর নাম আলোর বেগ। কোনো কিছুর বেগ এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এই বেগের কাছাকাছি বেগে চলতে পারলে আপনি চলে যাবেন ভবিষ্যতে। তার মানে অতিভারী কৃষ্ণগহ্বররা এক একটি টাইম মেশিন। এটি ওয়ার্মহোলের মতো প্যারাডক্সেরও জন্ম দেয় না। তবে ভাবনাটি পুরাপুরি বাস্তবসম্মত নয়। এবং খুব ভয়ংকর

মনে করুন, পৃথিবীকে বেষ্টন করে গোল করে একটি রেলপথ তৈরি করা আছে। এর ওপর দিয়ে একটি দ্রুতগামী ট্রেন চলতে শুরু করল। বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছি। ট্রেনটি একের পর এক চক্কর খেতে থাকবে পৃথিবীকে ঘিরে। প্রায় সাতবার প্রতি সেকেন্ডে। এবার ট্রেনের ভেতরে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে শুরু করবে। বাইরের জগতের তুলনায় সময় প্রবাহিত হবে ধীরে। যেমনটা ঘটেছিল কৃষ্ণগহ্বরের কাছে। তবে ট্রেনের বেগ বাড়িয়ে আলোর বেগের ওপরে নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেউ একজন ট্রেনের ভেতরে দৌড়ানো শুরু করলে মিলিত বেগ কি কোনোভাবেই আলোর বেগের চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব নয়? না। কারণ প্রকৃতির সূত্রমতে, সময় এমনভাবে ধীর হয়ে যাবে যে বেগ আলোর বেগের নিচেই থাকবে।

ধরুন, ২০৫০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ট্রেনটি ছেড়ে গেল। ১০০ বছর পরে, ২১৫০ সালের একই তারিখে শেষ হলো যাত্রা। কিন্তু ভেতরের যাত্রীদের সময় অতিবাহিত হবে মাত্র এক সপ্তাহ। তাদের সময় এতটাই ধীরে চলেছিল যে এক সপ্তাহেই বাইরের জগতে ১০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, তারা চলে এসেছেন ভবিষ্যতের পৃথিবীতে। হ্যাঁ, এমন ট্রেন বানানো প্রায় অসম্ভব। তবে ইউরোপীয় গবেষণা সংস্থা সার্নে কিন্তু এ ধরনের জিনিস আছে। এখানে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কণা ত্বরকযন্ত্র। অবস্থান সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরের মাটির গভীরে। রয়েছে ১৬ মাইল লম্বা একটি বৃত্তাকার সুড়ঙ্গ। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ছুটে চলে এই সুড়ঙ্গ ধরে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে এদের বেগ শূন্য থেকে ঘণ্টায় ৬০ হাজার মাইলে উঠে যায়। আরও শক্তি দিলে এ বেগ এত বাড়ে যে কণিকাগুলো প্রতি সেকেন্ডে সুড়ঙ্গকে ১১ হাজার বার চক্কর খায়, যা আলোর বেগের খুব কাছাকাছি। এভাবে এরা আলোর ৯৯.৯৯ ভাগ পর্যন্ত বেগ অর্জন করতে পারে। এ সময় এরা শুধু স্থান ভেদ করেই চলে না। চলে সময় ভেদ করেও। আমরা সেটা কীভাবে জানলাম? পাই-মেসন নামে একধরনের কণা আছে। এমনিতে এরা এক সেকেন্ডের আড়াই হাজার কোটি সেকেন্ডের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ভেঙে যায়। কিন্তু বেগ আলোর কাছাকাছি হলে এরা ভাঙতে সময় নেয় ৩০ গুণ বেশি সময়।

এ তো গেল কণিকাদের সময় ভ্রমণ। আমরা মানুষেরা তা কীভাবে করব? আমার মনে হয়, মহাকাশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সবচেয়ে দ্রুতগামী মনুষ্যবাহী যানের নাম অ্যাপোলো ১০। বেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। কিন্তু সময় ভ্রমণের জন্য আরও ২ হাজার গুণেরও বেশি জোরে ছুটতে হবে। আলোর বেগের কাছাকাছি যেতে এর সময় লাগবে ছয় বছর। এক সপ্তাহের ভেতর এটি সৌরজগতের বহিস্থ গ্রহগুলো পার হয়ে যাবে। দুই বছরের মাথায় সৌরজগৎ পার হবে। আরও দুই বছর পরে বেগ হবে আলোর ৯০ ভাগ। পৃথিবী থেকে ৩০ লক্ষ কোটি দূরে। সময় ভ্রমণও শুরু হয়ে যাবে এই সময়। পৃথিবীর দুই ঘণ্টায় যানে এক ঘণ্টা। যেমনটা হয়েছিল কৃষ্ণগহ্বরগামী যানের ক্ষেত্রে। আলোর ৯৯ ভাগ বেগ অর্জন করতে আর ২ বছর দরকার। এ অবস্থায় যানের এক দিনে পৃথিবীতে এক বছর হয়ে যাবে। এবার সত্যিই ভবিষ্যতে চলে যাওয়া গেল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আপার আসামে নর্থ লখিমপুর-ডিব্রুগড় সেকশন পরিদর্শন করলেন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ০৩ মে, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত নর্থ লখিমপুর-ডিব্রুগড় (ভায়া কামাখ্যা) সেকশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী উত্তম প্রকাশ সহ হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। জেনারেল ম্যানেজার আপার আসামের বিভিন্ন স্টেশনের সমস্ত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ, বৈদ্যুতীকরন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি তিনি স্টেশনটির রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলি খতিয়ে দেখেন। এছাড়াও তিনি রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে উন্নত প্রদর্শনের পরামর্শ দেন।

এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার নর্থ লখিমপুর, বরদলনি, ধেমাজি, টঙ্গানি, ধামালগাঁও ও ডিব্রুগড় স্টেশনের নতুন স্টেশন বিল্ডিং, ক্রু লবি, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কাজের পরিকল্পনা সমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি ধেমাজি থেকে বগিবিল ব্রিজ নর্থ ব্লক হাট পর্যন্ত এবং বগিবিল ব্রিজ নর্থ ব্লক হাট থেকে টঙ্গানি পর্যন্ত উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন। তিনি লেভেল ক্রসিং গেট, মার্শালিং ইয়ার্ড, কোচিং ইয়ার্ড, মাইনোর ও মেজর ব্রিজ, রানিং রুম, হেল ইউনিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিও পরিদর্শন করেন। তিনি এই সেকশনগুলির চলমান কার্যকলাপগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি উন্নত, অতিরিক্ত এবং বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কার্যকলাপগুলিও পরিদর্শন করেন।

পরে জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ব্যবহারকারী পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। চলমান কাজগুলি সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজার যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে যাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

চালসায় হাতির হানায় মৃত্যু মহিলার

চালসা, ৩ মে (হি. স.) : চালসা সংলগ্ন মহাবাড়ি এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মাংরি ওরাওঁ (৫০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বের হয়ে আসে মহাবাড়ি এলাকায়। ওই সময় ঘরের ভিতরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন মাংরি ওরাওঁ। হাতিটি এসে মাংরি ওরাওঁয়ের ঘর ভাঙা শুরু করে। টের পেয়ে মাংরি ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করে। ওই সময়ই ঘরের বাইরে হাতিটি পিষে দেয় মাংরিকে। পরে হাতিটি সেখান থেকে ফের জঙ্গলে চলে যায়। খবর পেয়ে রাতেই মেটেলি থানার পুলিশ ও খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায় মেটেলি থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে মৃতার বাড়িতে যান মাটিয়ালি বাতাবারি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিপা মিঝার, উপ প্রধান ইগ্নিস টিগ্গা সহ অন্যান্যরা। যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা যাতে মৃতার পরিবার পায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তারা।

এদিকে মহাবাড়ি বস্তি এলাকায় মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে ঢুকে পড়ে হাতি। এর আগেও ওই এলাকায় হাতির হানায় বহু ঘর বাড়ি যেমন ভেঙেছে তেমনি প্রাণ হানিরও ঘটনা ঘটেছিল। এলাকায় হাতির হানা রুখতে পথবাতি সহ বন দফতরের নিয়মিত টহলদাড়ির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন : অমিত শাহ

হুক্কেরি, ৩ মে (হি.স.) : শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। কর্ণাটকের হুক্কেরির নির্বাচনী জনসভা থেকে সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ।

অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'মাত্র ১০ বছরেই প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশকে বিশ্বের একাদশতম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে নিয়ে গেছেন।

আমি এখানে আপনাদের মোদীর গ্যারান্টি সম্পর্কে বলতে এসেছি। আমরা আবারও সরকার গঠন করলে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করব। অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'রাহুল বাবা এন্ড কোম্পানি দেশকে নিরাপদ রাখতে পারে না। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই পারেন ভারতকে নিরাপদ রাখতে। মনমোহন-সোনিয়া শাসনকালে সারা দেশে নিয়মিত বোমা হামলা হতো। তারা কিছুই করেনি, শুধুমাত্র নিজেদের ভোটব্যাংককে খুশি রাখতে।

উরি এবং পুলওয়ামায় যখন হামলা হয়েছিল তখন পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল।

১০ দিনের মধ্যে, পাকিস্তানকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বিমান হামলার মাধ্যমে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল।'

ধর্মনগর দেওয়ানপাশায় দুর্ঘটনার কবলে স্কুল ভ্যান, আহত চালক

পাথারকান্দি (অসম), ৩ মে (হি.স.) : ধর্মনগরে দুর্ঘটনার কবলে স্কুল ভ্যান। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ভ্যান চালক। জানা যায়, আজ শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগরের পশ্চিম দেওয়ানপাশা গ্রামে। তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী আহত না হলে চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধর্মনগর উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবার সকালে কিডজি ইন্টারন্যাশনাল বিদ্যালয়ের যাবার পথে পশ্চিম দেওয়ানপাশা গ্রামে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্কুল ভ্যান। কারনে জানা গেছে, গাড়িতে থাকা জনৈক ছাত্রী প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে সড়কের পাশে থাকা স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে নিয়ে যান চালক। আর তখনই ঘটে অঘটন। গাড়িতে থাকা অপর এক ছাত্র চালকের আসনে বসে যান্ত্রিক অংশে হাত দিলে গাড়িটি চলতে শুরু করে পাশের জলাভূমিতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গাড়ি চালক দৌড়ে এসে গাড়িটিকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করলে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। এরপর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন হাসপাতালে। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে এসে উদ্ধার করেন দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়ি।

মেজর লিগ সকারে এপ্রিল মাসের সেরা খেলোয়াড় ঘোষিত হলেন লিওনেল মেসি

আমেরিকা, ৩ মে (হি.স.): চলতি বছর ইনজুরির কারণে বেশিরভাগ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন।খেলা হয়নি ক্লাব এবং জাতীয় দলের বেশিরভাগ ম্যাচে। কিন্তু মাঠে ফিরে এপ্রিল মাসটা দারুন কেটেছে এই আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের। আর তাতেই এমএলএসে এপ্রিল মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

ইনজুরি কাটিয়ে এপ্রিল মাসে মায়ামির হয়ে ৪ ম্যাচ খেলেছেন তিনি, কিন্তু একটিতেও দল হারেনি। এই ৪ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ১২টি গোল দিয়েছে মায়ামি। তার মধ্যে ১০টিতেই অবদান রেখেছেন মেসি। নিজে করেছেন ৬টি গোল এবং ৪টি করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে।

চলতি মরসুমের শুরু থেকে এমএলএসে এই দারুণ পারফরমেন্সের জন্য এপ্রিল মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন মেসি।

শিলিগুড়িতে এক বারকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৩ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির শক্তিগড় ২ নম্বর রাস্তায় এক বারকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম মিঠুন রায়। তিনি হলদিবাড়ির বাসিন্দা। জলপাইমোড়ের একটি বারের কিচেন স্টাফ ছিলেন তিনি। শক্তিগড়ে ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহার বাড়ির ঠিক উলটোদিকে বারের কোয়ার্টারে থাকতেন মিঠুন। শুক্রবার সকালে কোয়ার্টারের ছাদে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল এবং 'ইন্ডি' জোটের উপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগর, ৩ মে (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিশানা করেছেন বিরোধীদের ইন্ডি জোটকেও। শুক্রবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ''গরিবের রেশনকেও ছাড়েনি তৃণমূল। সর্বত্র দুর্নীতি। তৃণমূল এবং 'ইন্ডি' জোটের উপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দেশে ১৫টা সিটও পাবে না তৃণমূল।

সরকার গড়বে কী ভাবে? কংগ্রেস তো এ বার 'হাফ সেঞ্চুরি'ও করতে পারবে না। ৫০-এরও কম আসন পাবে। এরা সরকার কী ভাবে গড়বে? সরকার একমাত্র গড়তে পারে বিজেপি।

কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের সদস্য তথা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে তেহট্টে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অমৃতা রায় ছাড়াও তেহট্টের মঞ্চে ছিলেন রানাঘাটের প্রার্থী জগন্নাথ সরকার এবং বহরমপুরের প্রার্থী নির্মল সাহা। তাঁদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মোদী। তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তিনি সরাসরি পরিষেবায় বিশ্বাসী। তাই তৃণমূলকে নয়, সোজা মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চান। তৃণমূল সরকারের তা পছন্দ না হওয়ায় তারা টাকা আটকে দেয়।'

বিক্ষোভে রণক্ষেত্র করুণাময়ী, অসুস্থ কিছু এসএসসি চাকরিপ্রার্থী

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : শুক্রবার এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে করুণাময়ী। ব্যারিকেড ভেঙে চাকরি প্রার্থীরা ঢোকার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামানো হয় র‍্যাফ। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। সূত্রের খবর, কয়েকজন বিক্ষোভকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আচার্য ভবনের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখান ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিলের সিদ্ধান্তে চাকরিহারা প্রার্থীরা। এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ব্যারিকেড করে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পর আচার্য ভবনের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিহারা প্রার্থীরা।

বিক্ষোভের জেরে সেক্টর ফাইভ থেকে করুণাময়ী যাওয়ার রাস্তা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এসএসসি তাঁদের এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাঁরা বলেন, 'আইনি সহায়তার নামে রাজনীতিকরণ চাই না। যোগ্যদের তালিকা দিতে হবে। এসএসসি সমস্যা তৈরি করছে। আমরা সঠিক পথে নিযুক্ত হলেও এসএসসির জন্য আমাদের আজকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে।'

বামপন্থীরা বিদায় নিলেই উন্নয়নের সূর্য্য উঠতে থাকে : প্রধানমন্ত্রী

বর্ধমান, ৩ মে (হি.স.): বামেদের তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বামপন্থীরা বিদায় নিলেই উন্নয়নের সূর্য্য উঠতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'তৃণমূল, বামেদের ও কংগ্রেসের উন্নয়নের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আপনারা ভাল করেই জানেন বাম, কংগ্রেস এবং টিএমসি একটি রাজ্যের কী অবস্থা করতে পারে। ত্রিপুরার অবস্থা খারাপ করে রেখেছিল বামেরা। কিন্তু গত ৫ বছরে সমগ্র ত্রিপুরার জীবন বদলে দিয়েছে বিজেপি। বামপন্থীরা বিদায় নিলে উন্নয়নের সূর্য্য উঠতে থাকে।'

শুক্রবার দিলীপ ঘোষের সমর্থনে বর্ধমান-দুর্গাপুর সংসদীয় আসনে নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি মজা করার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি, আমি নিজের জন্য বাঁচতে চাই না। আপনাদের সেবা করার সংকল্প নিয়ে, আমি মহান ভারত মাতার ১৪০ কোটি দেশবাসীর সেবা করতে বেরিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলার তৃণমূল সরকার হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রেখে দিয়েছে। এরা কেমন মানুষ যে জয় শ্রী রাম স্লোগানেও আপত্তি করে? রাম মন্দির নির্মাণে তাদের আপত্তি, রাম নবমীর মিছিলেও আপত্তি আছে।' এরপরই মোদী সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেছেন, 'আমি তৃণমূল সরকারের কাছে জানতে চাই কেন সন্দেশখালিতে আমাদের দলিত বোনদের সঙ্গে এত বড় অপরাধ হল? গোটা দেশ পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু টিএমসি অপরাধীকে রক্ষা করে চলেছে। শুধু কি সেই অপরাধীর নাম শাহজাহান শেখ বলে?'

ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকের পুরুষদের ফুটবলে যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরাক

দোহা, ৩ মে (হি.স.): বৃহস্পতিবার অনূর্ধ-২৩ এশিয়ান কাপে তৃতীয় স্থানের প্লে অফে ইরাক ইন্দোনেশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আলী জসিমের অতিরিক্ত সময়ের গোলে ২-১এ জয়ী হয়ে ইরাক অলিম্পিকে এশিয়ার তৃতীয় স্থান দখল করেছে। শুক্রবার কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে জাপান এবং উজবেকিস্তান। এই দুটি দল ইতিমধ্যে প্যারিস গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার জন্য আরও একটি সুযোগ রয়েছে প্যারিসে জায়গার। এর জন্য ৯ মে প্লে অফে গিনির খেলতে হবে।

পাকিস্তানে গভীর খাদে পড়ল বাস, মর্মান্তিক মৃত্যু কমপক্ষে ২০ জনের

ইসলামাবাদ, ৩ মে (হি.স.) : পাকিস্তানে খাদে (গিরিখাত) পড়ল যাত্রীবাহী বাস। শুক্রবার ভোরে গিলগিট বালুচিস্তানের ডায়মার জেলায় যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ২০ জন মারা গিয়েছেন। আহতের সংখ্যা ২১। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিয়ামের কারাকোরাম হাইওয়ের যশোখাল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি রাওয়ালপিন্ডি থেকে গিলগিটের দিকে যাচ্ছিল। চিলাস শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অতিরিক্ত গতির ফলে বাঁক নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। দুর্ঘটনার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে যায় উদ্ধারকারী দল। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে মৃতদের মধ্যে তিন জন মহিলা। অন্তত পাঁচ জন যাত্রীর অবস্থা গুরুতর। উদ্ধারকাজে কপ্টারও নামানো হয়।

আর্থিক তছরুপ মামলা, ছত্তিশগড়ে ২০৫ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

রায়পুর, ৩ মে (হি. স.) : একটি আর্থিক তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ২০৫ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন আইএএস অফিসার অনিল তুতেজা, রায়পুরের মেয়রের ভাই এবং অন্যদের সম্পত্তি মিলিয়ে মোট ২০৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে তুতেজার সাড়ে ১৫ কোটি টাকার ১৪টি সম্পত্তি, রায়পুরের মেয়র আইজাজ ধেবরের বড় ভাই আনোয়ার ধেবরের ১১৫টি সম্পত্তি, যার মূল্য ১১৬ কোটি টাকার বেশি। বিকাশ আগরওয়াল ওরফে সুব্বুর দেড় লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি এবং অরবিন্দ সিংয়ের ১৩ কোটি টাকার ৩৩টি সম্পত্তি। সব মিলিয়ে মোট ২০৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বাংলার গৌরবময় নামকে কলঙ্কিত করছে তৃণমূল কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগর, ৩ মে (হি.স.): বাংলার গৌরবময় নামকে কলঙ্কিত করছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার কৃষ্ণনগরের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সন্দেশখালিতে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিল, কিন্তু যেহেতু অপরাধী তাদের কাছে সম্পদ ছিল, তারা কখনও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা সিএএ বাস্তবায়ন ঠেকাতে পারবে না। সিএএ-এর মাধ্যমে, আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আশ্বাস দিচ্ছি যারা ভারতের নাগরিকত্ব পেতে চায় যে তারা শীঘ্রই কেন্দ্রীয় উদ্যোগের সুফল ভোগ করবে।'

শিলিগুড়িতে ফের বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ৩ মে (হি. স.) : ফের বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকছে টানা ৭২ ঘণ্টা। শুক্রবার কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ মে সকাল ৬টা থেকে ৯ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত এই পথে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ওই সময় শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং সিকিমের মধ্যে যান চলাচল করবে সেবক-লাভা-গোরুবাথান-আলগাড়া হয়ে। ধসের মাটি-পাথর সরিয়ে মেরামতির জন্য রাস্তা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজভবনের কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ৩ মে, (হি.স.): রাজনৈতিক দলের অশুভ কার্যকলাপের কথা বলে রাজভবনের কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বোস একটি অডিয়োবার্তাও প্রকাশ করেছেন।

শুক্রবার রাজভবনের কর্মীদের উদ্দেশে একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, "রাজভবন একটি গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে, অশুভ উদ্দেশ্যে রাজভবনে আর এক ব্যক্তিকে ঢোকানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দিয়ে বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। এগুলি নির্বাচনে ফায়দা তোলার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।"

অডিওবার্তায় রাজনৈতিক দলের অশুভ কার্যকলাপের কথা বলেছেন রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তিনি পিছু হটবেন না। বাংলায় তিনি বলেন, "আমি লড়াই করব। আমি লড়াই করব।"

বৃহস্পতিবার রাতেই বোস এক বিবৃতিতে বলেছেন, "সত্যের জয় হবেই। সাজানো অভিযোগে আমি ভয় পাই না। আমাকে অপবাদ দিয়ে কেউ ভোটের ফায়দা খুঁজলে, ঈশ্বর তাঁদের করুণা করুন। তবে বাংলার দুর্নীতি এবং হিংসার বিরুদ্ধে কেউ আমার লড়াই থামাতে পারবে না।"

এর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন এক মহিলা। পুলিশের কাছে তিনি নিজেকে রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী বলে জানান। মহিলার দাবি, রাজভবনে দু'বার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন তিনি।

নেত্রীকে আনতে গিয়ে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার

রায়গড়, ৩ মে (হি. স.) : ভোটপ্রচারের কাজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্যে নেতা-নেত্রী, মন্ত্রীরা সাধারণত হেলিকপ্টার ব্যবহার করে থাকেন। আর এই ভোটের আবহেই মাঝ আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার। মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে শিবসেনা নেত্রী সুষমা আন্ধারেকে আনতে যাওয়ার জন্যে রওনা দিয়েছিল হেলিকপ্টারটি। কিন্তু মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে মাটিতে আছড়ে পড়ে কপ্টারটি। জানা গেছে, সৌভাগ্যবশত সেইসময়ে কপ্টারে ছিলেন না সুষমা। বিমানটি মাটিতে পড়ার সময়ে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করেন চালক। ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে হেলিকপ্টারটিকে টালমাটাল অবস্থায় মাটিতে পড়তে দেখা গিয়েছে।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে : জে পি নাড্ডা

দাহোদ, ৩ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার গুজরাটের দাহোদে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, 'এটা আমাদের সকলের সৌভাগ্য যে গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীজি ভারতীয় রাজনীতির সংজ্ঞা, সংস্কৃতি, আচরণ, শৈলী এবং চরিত্র পরিবর্তনের কাজ করেছেন। নাড্ডার কথায়, ১০ বছর আগে পর্যন্ত দেশে ভোটব্যাঙ্ক, তোষণ, জাতপাত ও ধর্মের নামে রাজনীতি পরিচালিত হতো। কিন্তু মোদীজি আসার পর থেকে ভারতের রাজনীতি হয়ে উঠেছে উন্নয়ন ও রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতি।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'বিজেপি ছাড়া সব দলই আদিবাসী সমাজ নিয়ে রাজনীতি করেছে। বিজেপি সর্বদা আদিবাসীদের ভাবমূর্তি ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে।'

রায়বরেলি থেকে মনোনয়ন দাখিল রাহুলের, কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে

রায়বরেলি, ৩ মে (হি.স.): মা সোনিয়া গান্ধী, বোন প্রিয়ঙ্কা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার দুপুরে রায়বরেলির জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন রাহুল গান্ধী।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মহিলার নাম শ্রী সানুবাই মগ, বয়স ৩০ বৎসর, পিতা-মৃত রাইফ্রুসাই মগ, ঠিকানা-উপনগর, মগ পাড়া থানা- আমবাসা, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-ফর্সা, উচ্চতাঃ-৫.২" ফুট, উক্ত মহিলা গত ইং ১৮-০৪-২০২৪ তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুজা খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
উক্ত বিষয়ে আমবাসা মাহিলা থানায় গত ২৪-০৪-২০২৪ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৫। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

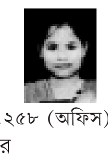

যোগাযোগেরঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা
দুরাভাষনম্বর : -
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল, ধলাই) ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা
ICA-D-137/24

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ৮ শতাধিক এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৯ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৯ মে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে অ্যাক্ট বা ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১০-০৪-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পি/ এনজিপি/ এসএএস/ অ্যাক্ট এপ্রে./ ২০২৪/ ১৬, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — নাগপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৯০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৬টি। এসসি ১৪টি, এসটি ৭টি, ওবিসি ২৪টি, ইডব্লিওএস ৯টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৮টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ১৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ কম্পিউটার অপারেটর বা কোপা, শূন্যপদ ১১৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৬টি। এসসি ১৭টি, এসটি ৯টি, ওবিসি ৩১টি, ইডব্লিওএস ১১টি পদ সংরক্ষিত। ৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ১৮৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৪টি। এসসি ২৮টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৫০টি, ইডব্লিওএস ১৯টি পদ সংরক্ষিত। ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ২৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৬টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৪০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ ওয়্যারম্যান, শূন্যপদ ৬০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি। এসসি ৯টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১৬টি, ইডব্লিওএস ৬টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (১০) ঃ ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ ডিজেল মেকানিক, শূন্যপদ ৯০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৬টি। এসসি ১৪টি, এসটি ৭টি, ওবিসি ২৪টি, ইডব্লিওএস ৯টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ট্রিমারার, মেশিনিস্ট, টার্ণার, ডেন্টাল ল্যাব টেকনেশিয়ান, হসপিটাল ওয়্যাস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনেশিয়ান, হেলথ সেনিটারি ইন্সপেক্টর, গ্যাস কাটার, স্টেনোগ্রাফার, ক্যাবল জয়েন্টার, ড্রাইভার-কাম-মেকানিক, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ম্যাশন বিল্ডিং কনস্ট্রাক্টর ইত্যাদি পদের বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। মতিবাগ ওয়ার্কশপে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৩৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এসসি ৫টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ৯টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, পেইন্টার, টার্ণার, সেক্রেটারিয়েল স্টেনো প্র্যাকটিস, ইলেকট্রিশিয়ান ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

প্রফেসর পদের 'নেট' পরীক্ষা জুনে অনলাইনে দরখাস্ত, সেন্টার আগরতলায়

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপের চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এনটিএ-এর ইউজিসি-নেট এবছর পরবর্তী পরীক্ষা হবে ১৬ জুন। মোট ৮৩টি বিষয়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি এবং শারীরিক ও দৃষ্টি সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরা মাস্টার ডিগ্রিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যাঁদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে তাঁরা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-এর আগে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এবছর মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষ আবেদন করতে পারেন। জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ০১-০৬-২০২৪ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। তফশিলি, মহিলা, এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বয়সের ছাড় রয়েছে ৫ বছর পর্যন্ত। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছরের ছাড় রয়েছে।

এককথায়, এনটিএ বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'র পরিচালনায় ইউজিসি-নেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৬ জুন। কেন্দ্র - আগরতলা সহ সারা দেশের প্রায় প্রতিটি শহরেই।

পরীক্ষা হবে সারা দেশের ২২৪টি কেন্দ্রে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল - কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল এবং জামসেদপুর সহ ৩৬টি কেন্দ্রে। মাল্টিপল চয়েস টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক একটি পেপারে পরীক্ষা। ১৫০টি প্রশ্নের মোট নম্বর ২০০, সময় ৩ ঘন্টা। প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করানো হবে। প্রথম সিফ্টের পরীক্ষা হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় সিফ্টের পরীক্ষা বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। তবে পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তনও হতে পারে। আপনি যে বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, সেই বিষয়ের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। বিষয়গুলি হল- সাবজেক্ট কোড (৪৬) এডাল্ট এডুকেশন, (০৭) এনথ্রোপলজি, (৪৯) আরব কালচার এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, (২৯) অ্যারাবিক, (৬৭) আরকিউলজি, (৩৬) অ্যাসামিজ, (১৯) বেঙ্গলি, (০১) ইকোনোমিক্স, (০২) পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি (০৩), সাইকোলজি (০৪), সোশ্যালজি (০৫), হিস্ট্রি (০৬), এনথ্রোপোলজি (০৭), কমার্স (০৮), এডুকেশন (০৯), সোশ্যাল ওয়ার্ক (১০), ডিফেন্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (১১), হোম সায়েন্স (১২), পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (১৩), মিউজিক (১৫), হিন্দি (২০), সংস্কৃত (২৫), ইংরেজি (৩০), ফিজিক্যাল এডুকেশন (৪৭), ল্ (৫৮), লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (৫৯), মাস কমিউনিকেশন এন্ড জার্ণালিজম (৬৩), ভিস্যুয়াল আর্ট (৭৯), কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশন (৮৭), জিওগ্রাফি (৮০) ইত্যাদি। পরীক্ষায় অবশ্যই নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এনটিএ'র ইউজিসি-নেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ইনফর্মেশন বুলেটিন থেকে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১০-২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ৪-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড / পেটিএম পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, এটেন্ড্যান্ট, কনসালটেন্ট, এম.ও (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ৩৭১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল এন্ড এডমিনিস্ট্র্যাটিভ (আই.আই.টি),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২৭-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মেডিক্যাল, নন্-মেডিক্যাল স্টাফ (টিএমসি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশদেরও পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভিএসএসসি, কেন্দ্রীয় গবেষণা কেন্দ্র),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৬-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি - নেট (এনটিএ),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৬ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আইটিআই এপ্রেন্টিস (ডক-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, হ্যান্ডিম্যান (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফিসারি অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি ফিশারিজ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আরপিএফ কনস্টেবল (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৫০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে এপ্রেন্টিস নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ন্যাভাল ডক-ইয়ার্ড মুম্বাইয়ে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ন্যাভাল ডক-ইয়ার্ড মুম্বাইয়ে এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ পদে ৩০১ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন ন্যাভাল ডক-ইয়ার্ড মুম্বাইয়ের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ১০-০৫-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম — সামগ্রিকভাবে মোট ৩০১টি শূন্যপদের মধ্যে গ্রুপ-এ, এক বছর এপ্রেন্টিসের জন্য ক্রমিক নং (১) ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ৪০টি। এর মধ্যে ৪টি এসসি, ৪টি এসটি, ৮টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ইলেকট্রোপ্লেটার, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ফিটার, শূন্যপদ ৫০টি। এর মধ্যে ৫টি এসসি, ৫টি এসটি, ১০টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩০টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ফাউন্ড্রি ম্যান, শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) মেকানিক ডিজেল, শূন্যপদ ৩৫টি। এর মধ্যে ৪টি এসসি, ৩টি এসটি, ৭টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২১টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, শূন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে ১টি এসসি, ১টি এসটি, ১টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে ১টি এসসি, ১টি এসটি, ৩টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে ১টি এসসি, ১টি এসটি, ৩টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) পেইন্টার, শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে ১টি এসসি, ১টি এসটি, ২টি ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) প্যাটার্ণ মেকার, শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। এছাড়া, পাইপ ফিটার, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক রেফ্রিজারেটর এন্ড এসি, শিট মেটাল ওয়ার্কার, শিপরাইট উড, টেইলর, ওয়েল্ডার, ম্যাশন, শিপরাইট স্টিল, রিগার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে মোট শূন্যপদ ৩০১টি। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১০-৫-২০২৪ এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়সের উর্ধ্বসীমায় তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল, শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস, যোগ্যতা ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১০ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * স্টিল অথরিটির অধীনে **হেল্পার, এটেন্ড্যান্ট, কনসালটেন্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশে সমস্ত অফিসে **এলডিসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.আই.টি-তে **টেকনিক্যাল এন্ড এডমিনিস্ট্র্যাটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৭-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* টিএমসি বহিঃরাজ্যে **মেডিক্যাল, নন্-মেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশদেরও পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভিএসএসসি-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৬-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিএ-র মাধ্যমে **ইউজিসি - নেট** পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৬ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। * ডক-ইয়ার্ডে **আইটিআই এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্যে **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, হ্যান্ডিম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* বহিঃরাজ্যে **ফিসারি অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি ফিশারিজ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **আরপিএফ কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **আরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মনত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৫০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

এক্স হ্যান্ডলে তোপ, পাল্টা তোপ তথাগত-জয়প্রকাশের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যেই তর্কে জড়িয়ে পড়লেন একদা বিজেপি-র দুই নেতা তথাগত রায় ও জয়প্রকাশ মজুমদার। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগতবাবু এখন অবসরপ্রাপ্ত। আর জয়প্রকাশবাবু দলবদল করে এখন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সহ—সভাপতি।
জয়প্রকাশবাবু শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "তিন বছর আগে ২০২১ এর ২রা মে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি গোহারা হেরেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। সেদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা কিভাবে পার্টি অফিস ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায়!" এটি যুক্ত করা হয়েছে তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে।
তথাগতবাবুকে উদ্দেশ্য করে অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে জয়প্রকাশবাবু লিখেছেন, "চূড়ান্তভাবে ফ্রাস্ট্রেটেড একজন মানুষ। তাঁর ভাষা এবং মানসিকতা সেটাই বারবার প্রমাণ করছে। মনে রাখা দরকার তার দল বিজেপিও তাকে বাদ দিয়েছে।"
জবাবে জয়প্রকাশবাবুকে যুক্ত করে তথাগতবাবু লিখেছেন, "কচুবন-বিহারী দুই বার দলবদলু হঠাৎ ভ-স্তুদ্রত্মনত্র-এ খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বোধ হয় পশ্চাদ্দেশে মিয়ার লাথির ব্যথা এতদিনে একটু কমেছে। এখন মরিয়া চেষ্টা, কুনালের জায়গাটায় যদি ঢুকে পড়া যায়। আর যদি সেই প্রতারণার মামলাটা, যেটার জন্য হাজতবাস করতে হয়েছিল, চেপে দেওয়া যায়!"
অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু লিখেছেন, "ভাই জয়প্রকাশ জ্ঞঙ্কঙ্গঙ্কঙ্গ (কচুবন-বিহারী দুই বার দলবদলু) তোমার সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। আমরা দুজনেই কিছুদিন প্রবাসে ছিলাম। আমি রাজভবনে, আর তুমি হাজতে। পাছে ভুলে যাও তাই লিংক দিলাম। ভাল থেকো ভাই!"

শুক্রবার ৫০০ টাকা কমলো সোনার দাম

কলকাতা, ৩ মে (হি. স.) : শুক্রবার সপ্তাহান্তে বেশ কিছুটা কমলো সোনা ও রুপোর দাম। এদিন দেশে ২২ ক্যারেট প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫০০ টাকা কমে হয়েছে ৬৫,৭৫০ টাকা।
কলকাতায় ২২ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫০০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৬৫,৭৫০ টাকায়। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫৪০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৭১,৭৩০ টাকায়। ১৮ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪১০ টাকা অবধি কমে আজ বিক্রি হচ্ছে ৫৩,৮০০ টাকায়।

আচার্য্য সদনের সামনে সমাবেশ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬-র ডাকে শুক্রবার সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা আচার্য্য সদনের সামনে সমাবেশ করেন। কড়া রোদ্দুর উপেক্ষা করে বিভিন্ন জেলা থেকে করুণাময়ীতে আসেন তাঁরা। সমবেতদের দাবি, যোগ্য ও অযোগ্যর তালিকা আলাদা আলাদা করে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে। বৃহস্পতিবারও শহিদ মিনারের মাঠে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা হলফনামা পূরণ করতে এসেছিলেন। জেলায় জেলায় কোর কমিটি তৈরি করে চলছে হলফনামা নেওয়ার কাজ। মঞ্চের তরফে জানানো হয়, শুক্রবারের সমাবেশে আসা অনেকেই কলকাতায় চলে আসেন বৃহস্পতিবার।
গত ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকুরী হারিয়েছেন রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী। এদের মধ্যে যাঁরা যোগ্য এবং কোন ভাবেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সসম্মানে পুনর্বহাল করা চাকুরির নিরবিচ্ছিনতা বজায় রাখার দাবিতে এবং নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যাক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ইতিমধ্যে একাধিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দফতরে স্মারকলিপি দিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)।

এবারের নির্বাচন ভারত ও হিমাচলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ : আনন্দ শর্মা

শিমলা, ৩ মে (হি.স.): এবারের নির্বাচন ভারত ও হিমাচল প্রদেশের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিমত পোষণ করলেন কংগ্রেস নেতা তথা হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া সংসদীয় আসনের প্রার্থী আনন্দ শর্মা। পাশাপাশি কাঙড়া সংসদীয় আসনে তাঁকে প্রার্থী করার জন্য দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।
শুক্রবার সকালে শিমলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দ শর্মা বলেছেন, 'এই নির্বাচন ভারত এবং হিমাচলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি সৌভাগ্যবান যে কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাকে কাংড়া লোকসভা এবং চাম্বা অঞ্চলের মানুষের মাঝে গিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। শিমলা আমার জন্মভূমি...আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধায়ক, আমরা সবাই একসাথে আছি।'

উন্নয়ন নয়, ভোটের স্বার্থে সমাজকে কীভাবে বিভক্ত করা যায় তা বিরোধীরা ভালোই জানে : প্রধানমন্ত্রী

বর্ধমান, ৩ মে (হি.স.): উন্নয়ন নয়, ভোটের স্বার্থে সমাজকে কীভাবে বিভক্ত করা যায় তা বিরোধীরা ভালোই জানে। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'একজন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক প্রকাশ্যেই হুমকি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন তারা মাত্র ২ ঘন্টার মধ্যে হিন্দুদের ভাগীরথীতে ডুবিয়ে দেবে। এই ভাষা আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী?... বাংলায় হিন্দুদের সঙ্গে কী হচ্ছে? মনে হচ্ছে টিএমসি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের দ্বিতীয় নাগরিক বানিয়েছে।' শুক্রবার দিলীপ ঘোষের সমর্থনে বর্ধমান-দুর্গাপুর সংসদীয় আসনে নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মোদী বিকশিত ভারত, আত্মনির্ভর ভারত গড়তে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। আমি নিজের জন্য নয়, আমার প্রিয়জনের জন্য করছি।
আমার নিজস্ব মানে, আমার ভারত, আমার পরিবার। আমি আপনাদের স্বপ্নের জন্য সংকল্প নিয়ে বেঁচে আছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'তৃণমূল, বামেদের ও কংগ্রেসের উন্নয়নের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আপনারা ভাল করেই জানেন বাম, কংগ্রেস এবং টিএমসি একটি রাজ্যের কী অবস্থা করতে পারে। ত্রিপুরার অবস্থা খারাপ করে রেখেছিল বামেরা। কিন্তু গত ৫ বছরে সমগ্র ত্রিপুরার জীবন বদলে দিয়েছে বিজেপি। বামপন্থীরা বিদায় নিলে উন্নয়নের সূর্য্য উঠতে থাকে।'

রায়বরেলিতে প্রার্থী হওয়া নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ অনুরাগের, 'ভয় পেও না' শব্দবন্ধকেও বিঁধলেন

ধরমশালা, ৩ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি থেকে প্রার্থী হওয়া নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর।
পাশাপাশি রাহুলের 'ভয় পেও না' শব্দবন্ধকেও বিঁধেছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর।
শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'কখনও কখনও রাহুল গান্ধী বলতেন ভয় পেও না, এখন ভয়ের কারণে, আমেঠি থেকে ওয়ানাড এবং ওয়ানাড থেকে রায়বরেলি পর্যন্ত পরাজয়ের প্রতি তাঁর ভয়ের ইঙ্গিত তাঁকে সর্বত্র নিয়ে যাচ্ছে...তিনি নিজের বোনকেও (প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা) ন্যায়বিচার দিলেন না, একদিকে যেমন রবার্ট বঢরা টিকিট চেয়েছিলেন এবং অন্যদিকে দলের দাবি ছিল প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জন্য, তবে দলের তালিকায় তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, এতে বোঝাই যাচ্ছে কংগ্রেসে কিছু চলছে।

মারাদোনার সমাধিক্ষেত্রর স্থানান্তর চাইছেন তাঁর সন্তানেরা

বুয়েনস আইরেস, ৩ মে (হি.স.): প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনার সন্তানরা আর্জেন্টিনার একটি আদালতকে ব্যক্তিগত কবরস্থান থেকে বাবার মৃতদেহ স্থানান্তরের কথা বলেছে। বৃহস্পতিবার মারাদোনার সন্তানরা সান ইসিড্রোর একটি আদালতে এই অনুরোধ করেছে।
মারাদোনাকে বুয়েনস আইরেসে নির্মাণাধীন একটি সমাধিতে সমাহিত করা আছে। যাতে সারা বিশ্বের ভক্তরা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তার জন্য ছেলেরা বাবার সমাধিস্থান সরাতে চান।
রাজধানীর আশেপাশে পুয়ের্তো মাদেরোতে নির্মাণাধীন 'মেমোরিয়াল দেল ডিজ' নামক সমাধিটি বর্তমান সমাধিস্থলের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ জায়গা। এখানে আর্জেন্টিনার সকল মানুষ এবং বিশ্বের মানুষ এই মহা তারকাকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। তাই এখানে মারাদোনার সন্তানরা বাবার সমাধিস্থান করতে চান। এখন এই মহাতারকা বুয়েনস আইরেসের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে সান মিগুয়েল শহরের একটি ব্যক্তিগত কবরস্থান জার্ডন ডি বেলা ভিস্তাতে সমাহিত আছেন।

যেখানে পরাজিত হয়, সেখানে পুনরায় ফিরে যায় না গান্ধী পরিবার : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ৩ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি সংসদীয় আসন থেকে রাহুল গান্ধীর প্রার্থী হওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর মতে, 'যেখানে পরাজিত হয়, সেখানে পুনরায় ফিরে যায় না গান্ধী পরিবার।'
শুক্রবারই রায়বেরেলি সংসদীয় আসনের প্রার্থী হিসেবে রাহুল গান্ধীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।
এ প্রসঙ্গে এদিন গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী আমেঠিতে হেরে যাওয়ার পর সেই আসন ছেড়ে দেন। এবার যদি তিনি রায়বেরেলিতেও হারেন, তাও তিনি ছাড়বেন। বাহাদুর শাহ জাফর যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন, রায়বেরেলি গান্ধী পরিবারের জন্যও তাই।'

প্রফুল্ল চাকীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, যথোচিত মর্যাদায় পালিত বীর বিপ্লবীর প্রয়াণ দিবস

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম আত্মবলিদানকারী বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলো সংস্কার ভারতী ও ভারতীয় সংগ্রহালয়, কলকাতা। ২ মে আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহে বীর বিপ্লবীর প্রয়াণদিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র বাংলার বুকে প্রথম প্রদর্শিত হলো।
অনুষ্ঠানের শুরুতে :' প্রফুল্ল চাকী-হুতাত্মা বাঙালি বীর' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিপ্লবীর পৌত্র সুব্রত চাকি। আলোচকরূপে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের শিক্ষা আধিকারিক ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য্য, সমাজসেবী জয়ন্ত পাল, তথ্য চিত্র নির্মাতা সুমিত ঘোষ প্রমুখ।
দেশাত্মবোধক গান কবিতার মাধ্যমে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। পরিচালনায় পারমিতা নিয়োগী। কবিতা পাঠ করেন মল্লিকা রায়। আলোচনা চক্রের শুরুতে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত তার স্বাগত ভাষনে বলেন, 'সংস্কার ভারতী চায় প্রফুল্ল চাকীর আত্মাহুতি দেওয়া মোকামা স্টেশনের নামকরণ প্রফুল্ল চাকীর নামে হোক। তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে সংস্কার ভারতী।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তথ্য চিত্র প্রদর্শন। 'বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী' শীর্ষক তথ্যচিত্রটি প্রথম প্রদর্শন হল। ৩৩ মিনিটের তথ্য চিত্রটি নির্মাণ করেন সুমিত ঘোষ। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'সংস্কার ভারতী সঙ্গীত নৃত্য নাটকের মত ফিল্ম নিয়েও তাদের কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছে।তারই অঙ্গ স্বরূপ এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। আগামীদিনে ফিল্ম ফেসটিভ্যাল এর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'
প্রফুল্ল চাকী ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে (বাংলা ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২৯৫ সাল) বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অধীন বিহার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ চাকী ও মাতা স্বর্ণময়ী দেবী। তিন দাদা প্রতাপ চাকী, জগৎ চাকী ও চারু চাকী এবং দুই দিদি কুসুম কামিনী ও সৌদামিনী। প্রফুল্ল চাকী ছিলেন সকলের ছোট। "চাকী" কিন্তু উপাধি, প্রকৃত পদবী হলো "বোস"। রাজনারায়ণ চাকী বগুড়ার নবার এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। প্রফুল্ল-র বাল্য নাম ছিল 'ফুলো'। মাত্র ২ বৎসর বয়সে পিতা মারা যাওয়ার পরে বড়দা প্রতাপ চাকী-ই ছিলেন অভিভাবক। ১৯০২ সালে ১৪ বছর বয়সে তিনি রংপুর জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাগুড়ার নামুজা জ্ঞানদা প্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং মাইনর পাশের পর ১৯০২-১৯০৫ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা স্কুল এবং রংপুর জাতীয় স্কুলে ১৯০৫ সালের নভেম্বর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক ছাত্রের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি স্বদেশী সভায় যোগদানের শাস্তি হিসাবে স্কুলে জরিমানা করায় তার প্রতিবাদে ২০০ জন ছাত্রসহ বিদেশী সরকারের স্কুল ছেড়ে রংপুর জাতীয় স্কুলে ভর্তি হন নবম শ্রেণীতে ১৯০৫ সালে। ছোটবেলায় নিজের এলাকায় তিনি ক্লাব, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার এবং লাঠি ও ছোরা খেলার জন্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই তিনি একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির সদস্য হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছুকাল জামা ও জুতো পরা থেকে বিরত থাকেন। প্রফুল্ল চাকী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব নেবার পূর্বে ১৯০৬ সালে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের ছোট লাট স্যার ফুলারকে হত্যার চেষ্টা এবং ১৯০৭ সালে দু''বার বাংলাদেশের ছোটলাট ফ্রেজার-কে হত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। এরপর ১৯০৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গে ৩টি পিস্তল ও বোমা নিয়ে কলকাতা থেকে মজঃফরপুর যাত্রা করেন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু ম্যাজিস্টেট কিংসফোর্ড-এর ফিটন গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন কিন্তু কিংসফোর্ড সেই গাড়িতে ছিলেন না। মৃত্যু দুই মহিলা মিসেস ও মিস কেনেডি।

লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা, রায়বরেলিতে হারবেন রাহুল : মোহন যাদব

ভোপাল, ৩ মে (হি.স.): রায়বরেলি সংসদীয় আসনে হারবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার এমনই দাবি করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। একইসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে আক্রমণ করে মোহন যাদব বলেছেন, 'লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।'
শুক্রবার ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহন যাদব বলেছেন, 'এর আগে কংগ্রেস কী করবে তা ঠিক করতে পারছিল না, আগেরবার আমেঠিতে পরাজিত

মনোনয়ন জমা দিলেন ব্রিজভূষণের ছেলে করণ

কাইজারগঞ্জ, ৩ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবারই উত্তর প্রদেশের কাইজারগঞ্জ আসন থেকে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণের ছেলে করণ ভূষণ সিং-কে এই আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। শুক্রবার নিজের মনোনয়ন জমা দিলেন করণ।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। খুবই ভালো লাগছে। কাইজারগঞ্জের জনগনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আশা করব তাঁরা তাঁদের আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় উপর রাখবে"।

দলের নেতৃত্বকে ব্যঙ্গের আরজি কুণালের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): তাঁর বদলে আইপ্যাকের প্রতীক জৈনকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে দলের মুখপাত্র ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিয়োগের প্রকাশ্য আরজি জানালেন বিতর্কিত নেতা কুণাল ঘোষ।
তাঁর শূন্যপদে বসানো হোক ভোটে তৃণমূলের রণকৌশল নির্ধারক সংস্থা 'আইপ্যাক'-এর বর্তমান প্রধান পরামর্শদাতা প্রতীক জৈনকে। দলের কাছে এমনই 'আর্জি' জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বুধবার শাস্তি ঘোষণার পরেও কুণাল দলের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দাগা জারি রেখেছেন। নাম না করেও প্রকাশ্যে দলের 'তারকা' নেতা-মন্ত্রীদের বিঁধছেন। এ বার তিনি মুখ খুললেন আইপ্যাক এবং প্রতীককে নিয়ে।
শুক্রবার কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "সমর্থক হিসেবে দলকে আমার সবিনয় অনুরোধ, ''অপদার্থ'' ও ''দলবিরোধী'' কুণাল ঘোষের শূন্যপদে মুখপাত্র ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আইপ্যাকের প্রতীক জৈনকে নিয়োগ করা হোক। দলটা ওরা এত ভালোভাবে চালাচ্ছে যে সাংগঠনিক পদও প্রতীকের প্রাপ্য। দলের মঙ্গল হোক।"
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকে বৃহস্পতিবার বাদ পড়ে অনুগামীদের সামনে কেঁদে ফেলেন কুণাল ঘোষ। বলেন, ''পদে নয়, পথে আছি। যেখানে তৃণমূল, যেখানে তৃণমকর্মীরা, দেওয়াল লিখনের কর্মী, বুথকর্মী কুণাল ঘোষ তাঁদের সঙ্গে আছে এবং থাকবে"।

সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই গণধর্ষণের মত মামলা, কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা বলেন, "এটি কেবল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধে গেলে রাজ্যের যে কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা, শ্লীলতাহানি মামলা এবং গণধর্ষণ মামলা প্রভৃতি করা হবে।"
এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—সরকার এমন একটি সরকার যে সবকিছুর

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেল প্রায় ৮০ ডলার ব্যারেল প্রতি। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।
ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.২০ ডলার বা ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.৮৭-এ প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.১৯ ডলার বা ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৭৯.১৪ ডলারে লেনদেন করছে।

রাজভবন-কাণ্ডে রাজ্যপালের পাশে তথাগত রায়

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি নাকি রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানি করেছেন। বিষয়টিতে রাজ্যপাল বোসকে সমর্থন করে এক্স হ্যান্ডলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।
তথাগতবাবু লিখেছেন, "যারা শ্লীলতাহানি করে তারা সুযোগ পেলেই যে মহিলাকেই পায় তার সঙ্গেই এই কাজ করে বা চেষ্টা করে। তার ফলে তাদের 'সুনাম' দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সি ভি আনন্দ বোসকে আমি ওঁর মেঘালয়ে থাকার সময় থেকে চিনি। কস্মিনকালে এরকম বদনাম ওঁর সম্বন্ধে কখন শুনিনি। স্পষ্টতই এটি তৃণমূলের কাজ। এত চুরি ও অন্যান্য কুকীর্তির ফলে তারা নাজেহাল হয়ে এই কাজ করেছে।
এই মহিলাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১১ নং ধারায় অভিযুক্ত করা উচিত। এই সব ছাড়াও, সংবিধানের ৩৬১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা করা একেবারেই যায় না।"
অপর এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু মন্তব্য করেছেন, "রাজভবনের যে অস্থায়ী মহিলা কর্মীটি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ করেছেন তার প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আপনি কি সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন নিজেই জানেন না। যখন বিপদে পড়বেন তখন কিন্তু তৃণমূলের কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না।"

বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, মিছিলের প্রস্তুতি তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন রাজভবনেরই এক মহিলা কর্মী। অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে। অভিযোগের স্বর দৃঢ় করতে শুক্রবার মিছিলের প্রস্তুতি নিয়েছে তৃণমূল।
এর আগে বাংলার কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও গুরুতর অভিযোগ ওঠেনি। পাল্টা হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন রাজ্যপাল। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় রাজভবনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজভবন। বৃহস্পতিবার রাতে রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে। টুইট করেছেন রাজ্যপালও।
এরপরই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে সামনে রেখে বোসের বিরুদ্ধে কলকাতা শহরে ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করেছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রের খবর, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে শহরের মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করা হবে।

রেভান্নার বিরুদ্ধে এবার দায়ের ধর্ষণের অভিযোগ

বেঙ্গালুরু, ৩ মে (হি. স.): কর্ণাটকের হাসান লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার অশ্লীল ভিডিয়ো কাণ্ডে নয়া মোড়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করল কর্ণাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। হাসানের এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে বিদায়ী সাংসদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে এসআইটি। শুক্রবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গেছে, পুলিশের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়ে অভিযোগকারী মহিলা জানিয়েছেন, যৌন সম্পর্ক তৈরি করার জন্যে রেভান্না তাঁকে জবরদস্তি করেছিলেন।
উল্লেখ্য, এর আগে প্রজ্জ্বল রেভান্নার বাড়িতে কাজ করা একজন পরিচারিকার অভিযোগের ভিত্তিতে যৌন হয়রানি, ভয় দেখানো, অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এবার প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে দায়ের হল ধর্ষণের অভিযোগ।

ভোটের মধ্যেই 'হিসাব বহির্ভূত টাকা' বনগাঁর ব্যবসায়ীর কাছে

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ মে (হি.স.): ভোটের সময় ফের 'হিসাব বহির্ভূত টাকা'র সন্ধান পেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় এক ব্যবসায়ীর কাছে হিসাব বহির্ভূত টাকা থাকার খবর পায় পুলিশ। শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাস্থলে যান আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। সকালেও ওই ব্যবসায়ীর দোকানে তল্লাশি চালানো হয়।
বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁ টাউন মার্কেট এলাকায় একটি কসমেটিক্স বা রূপসজ্জা সামগ্রীর দোকানে হানা দেয় বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাদের কাছে খবর ছিল যে, বনগাঁ-সহ উত্তর ২৪ পরগনার লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোটের আগে হিসাব বহির্ভূত টাকা রাখা হয়েছে ওই দোকানে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। টাকার অঙ্ক বেশি থাকার কারণে আয়কর দফতরে খবর দেওয়া হয়। তবে টাকার পরিমাণ এই লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির কারণেই দেশে নকশালবাদ চরমে উঠেছিল : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩ মে (হি.স.): আবারও কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথ অভিযোগ করেছেন, 'কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির কারণেই দেশে নকশালবাদ শীর্ষে ছিল।'
শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নিজস্ব পথ থেকে সরে গিয়েছে। তাঁরা লাভের জন্য দেশ ভাগ করেছে। তাঁদের তোষণের রাজনীতির কারণে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ চরমে উঠেছিল।'
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির কারণেই দেশে নকশালবাদও চরমে উঠেছিল। গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাজ সন্ত্রাসবাদ এবং নকশালবাদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেশবাসী কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের বিভাজন ও তোষণের রাজনীতির উপযুক্ত জবাব দেবে।'

কংগ্রেসকে তোপ স্মৃতি ইরানির, রায়বেরেলির প্রার্থী হওয়ায় রাহুলকেও বিঁধলেন

আমেঠি, ৩ মে (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আমেঠি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। একইসঙ্গে আমেঠি ছেড়ে উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীরও তীব্র সমালোচনা করেছেন স্মৃতি ইরানি।
শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'যদি বিজেপি সাংসদের অধীনে গত পাঁচ বছরে আমেঠিতে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, তাহলে কংগ্রেস কেন গত কয়েক দশক ধরে আমেঠির এমন ক্ষতি করল? এখন আমেঠির জনগণের বিজয় হল। গত তিন বছরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সেখানে জনসাধারণের জন্য উপস্থিত ছিলেন না। যাকে আমেঠি অস্বীকার করেছে, আমেঠি ছেড়ে ওয়ানাডে চলে গিয়েছেন, তিনি কখনও রায়বরেলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন না।'

মোদী

● প্রথম পাতার পর

তাদের বিশেষ ভোট ব্যাঙ্কে কোটা দিতে সংবিধান পরিবর্তন করতে চায়। সংরক্ষণ লুট করে, মোদীকে ভোট দেওয়ার জন্য কংগ্রেস দলিত, ওবিসি, এসসি এবং এসটিদের শাস্তি দিতে চায়। কংগ্রেসে এই কাজ শুরু হয়েছে এবং এই মহাপাপের পরেও টিএমসি এবং বামেরা নীরব। যে ইন্ডি জোট গত শতাব্দীর কথা চিন্তা করে তারা কখনোই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারে না। এই লোকজন ৩ দশক ধরে নতুন শিক্ষানীতিও আনতে পারেনি কিন্তু মোদী নতুন শিক্ষানীতি এনে দেশের শিক্ষাকে আধুনিক করেছেন। ৬০ বছরে কংগ্রেস যত মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করেছে, বিজেপি মাত্র ১০ বছরে ততগুলি মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছে। কংগ্রেস ৬০ বছরে মাত্র ৭টি এইমস তৈরি করতে পেরেছিল কিন্তু বিজেপি ১০ বছরে এইমসের সংখ্যা বাড়িয়ে ২২ করেছে। এটি শুধু একটি ট্রেলার, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। এখনই সময়, এটাই সঠিক সময়।

শ্রী মোদী বলেন যে ইউপিএ জোট তাদের ১০ বছরের শাসনকালে লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছিল। কংগ্রেস ২জি, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার এবং কমনওয়েলথ সহ বহু কেলেঙ্কারি করেছিল। এখানে টিএমসিও তাদের মতোই কেলেঙ্কারির রেকর্ড করেছে। কংগ্রেসের শাসনকালে কাশ্মীরে স্কুল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিজেপির শাসনে কাশ্মীরে এসব বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে টিএমসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি করে বাংলার শিশুদের ভবিষ্যত ধ্বসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস গত ১০ দিন ধরে আমার করা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নীরব রয়েছে। কংগ্রেস কি দেশকে লিখিতভাবে দিতে পারে যে তারা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য সংবিধানে কোনও পরিবর্তন করবে না। ধর্মের ভিত্তিতে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণকে ভাগ করবে না। যে রাজ্যে তাদের সরকার রয়েছে, সেখানে ওবিসি-দের কোটা থেকে নিয়ে কোনো বিশেষ শ্রেণীকে সংরক্ষণ দেবে না। যতদিন মোদী বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি কংগ্রেসকে লুটপাট করতে দেবেন না। কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করতে চায়। প্রতিবেশী দেশে বসবাসকারী হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সি এবং শিখ সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস নিজেই ৭৫ বছর ধরে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। অথচ যখন বিজেপি এইসব লোকদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ এনেছে, তখন সেটিরও বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস এবং টিএমসি-সহ পুরো বিরোধী জোট সিএএ বাতিলের কথা বলছে। এই জোটগুলো তাদের ভোটব্যাংকের জন্য যেকোনো পর্যায়ে যেতে পারে।

শ্রী মোদী বলেন যে সংবাদমাধ্যম জনমত সমীক্ষা করছে বটে, কিন্তু দেশ বলছে যে ফলাফল এবারে স্পষ্ট। এবার আবারও মোদীই সরকার গঠন করতে চলেছে। কংগ্রেসের যিনি সবচেয়ে বড় নেতা তিনিই নির্বাচনে লড়ার সাহস পাননি। তাই রাজস্থান থেকে রাজ্যসভায় গেছেন। কংগ্রেসের যুবরাজ ওয়ানাডে হারবে, তাই তিনি রায়বরেলি থেকেও ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, কিন্তু তিনি আমেঠিকে ভয় পাচ্ছেন। আমি নির্বাচনের মাত্র দুই মাস আগে সংসদে দুটি কথা বলেছিলাম। কংগ্রেস নেতারা সবাইকে বলছেন, ভয় পাবেন না। কিন্তু আমিও তাদের একই কথা বলছি ভয় পেও না, পালিও না। গোটা দেশ জানে এবার কংগ্রেস নির্বাচনী ময়দানকে ব্যবহার করছে নির্বাচনে জিততে নয়, দেশকে ভাগ করতে। ইন্ডি জোট শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্কের জন্য কাজ করে। কিন্তু বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, ৬ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে, ৮০ লক্ষ বাড়িতে জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে, ৫ কোটি লোকের জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে বিজেপি বর্ধমানের কৃষকদের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি প্রকল্প থেকে লুট করছে। টিএমসি শিক্ষক নিয়োগে লক্ষ লক্ষ যুবকদের প্রতারণা করেছে। বিজেপি সরকার সরাসরি আমজনতাকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেয়। কিন্তু টিএসসি চায় আগে তাদের টাকা দেওয়া হোক যাতে তারা তাদের কমিশন নিতে পারে। এখন জনগণও এমন দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের চিনতে পেরেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামী সপ্তাহে স্বস্তি, আশার খবর হাওয়া অফিসের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : হাওয়া-বদলের জোর পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া এতটাই বদলে যাবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঝড়-বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে আগামী সোম ও মঙ্গলবার সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা — দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। এই দুই জেলারই সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অনেকেই সমুদ্র মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। এবার আগামী সপ্তাহের শুরুর দু'দিন তাঁদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ করা হয়েছে বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে।যেভাবে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে টানা তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি চলেছে, রবিবার থেকে সেই ছবি বদলে যাচ্ছে বাংলার আবহাওয়ায়। রবিবার বাংলার বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সোম-থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।সোমবার থেকে বাংলার কোনও জায়গাতেই তাপমাত্রা ৪০-এর উপরে থাকবে না বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শুধু বৃষ্টিপাতই নয়, সঙ্গে বিকেলের দিকে কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।এতদিন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকতে পারছিল না বাংলায়। সেই কারণেই এই শুষ্ক গরম দেখা যাচ্ছিল দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে সোমবার থেকেই ঘুরে যাচ্ছে খেলা।তাপপ্রবাহ থেকে তো আপাতত মুক্তি মিলছেই, সঙ্গে আবহাওয়ার এতটাই ভোল-বদল হয়ে যে সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সেই কারণে আবহাওয়া দফতর থেকে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

দেড় কোটি

● প্রথম পাতার পর

কিলোমিটারেরও বেশি তার ছিড়ে গিয়েছে। বিশালগড়ে তার ছিঁড়েছে ২৮ কিলোমিটার। খুটি ভেঙ্গেছে ত্রিশটি। সাতটি ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশালগড়ের লালসিংমুরা, সুতারমুড়া , কামথানা , বংশীবাড়ি, কড়ইমুড়া , এনসি নগর, দুর্গাপুর, অফিসটিলা, লক্ষীবিল , ধ্বজ নগর , চন্দ্রনগর, কলকলিয়া, গোলাঘাটি, দয়ারামপাড়া, পেকুয়ারজলা, ভাটি লার্মা, মোহনপুর, রংমালা , তারাপদ, ওয়ারেনবাড়ি ,পদ্মনগর এবং আড়ালিয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জম্পুইজলা বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের অধীন তিন কিলোমিটার তার ছেড়ে গিয়েছে। খুঁটি ভেঙেছে একটি। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনামুরা মহকুমা। এখানে ১১৬ কিলোমিটার তার ছিঁড়েছে। খুঁটি ভেঙ্গেছে ১১২ টি। ১৪ টি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে। সোনামুরা মহকুমার বক্সনগর, পশ্চিমপাড়া ,গিল্লামুরা ,তুইবান্দাল, গরুরবান, বনদুয়ার, পিত্রেয়া, পুটিয়া , বাগবের, কমলনগর, ঘটিঘর , দুধপুকুর, মধ্য বক্সনগর, ময়নামা, ধনিরামপুর, কলমছড়া,পূর্ব রতনধোলা এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। উদয়পুরে আড়াই কিলোমিটার বিদ্যুতের তার ছিড়ে গেলেও ৫১ টি খুঁটি ভেঙেছে। সাতটি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে। অমরপুরে সাড়ে তিন কিলোমিটার তার ছিঁড়েছে। ১১ টি খুটি ভেঙ্গেছে। দুটি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া আমবাসায় তার ছিঁড়েছে এক কিলোমিটার। কমলপুরে আড়াই কিলোমিটার এবং মনুতে প্রায় আধা কিলোমিটার তার ছিড়ে গিয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পরিবাহী তারের উপর গাছ পড়েছে। খুঁটি হেলে গিয়েছে। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এক্ষেত্রে আপামর জনগণকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ নিয়মের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আক্রান্ত শাশুড়ি

● প্রথম পাতার পর

চড়াও হয়। মহিলাকে বেধড়ক মারধর করেছে তার মেয়ের জামাই শাহ পরান মিয়া। পাশাপাশিও গৃহবধূকে বাড়িতে আটক করে রেখেছে। ঘটনার পরেই উদয়পুর মহিলা থানার দারস্থ হয়েছে মেয়ের পরিবার। মেয়ের জামাই এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সুষ্ঠু তদন্তের দাবী করেছেন মেয়ের পরিবার।

অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

তুলে দেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়েহারা পিতা দীপক দাস অভিযুক্ত স্বামী প্রলয় দেবনাথ এবং অভিযুক্ত শাশুড়ি প্রভাতী দেবনাথের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। এদিকে মৃত গৃহবধুর শাশুড়ি প্রভাতী দেবনাথের দাবি পুত্রবধূ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময় তিনি বাজারে ছিলেন, এবং উনার ছেলেও কাজের জন্য বাড়িতে ছিলেন না।

বাম যুব সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

থেকে তার দেহ ত্রিপুরায় নিয়ে আসা পর্যন্ত কোনো সাহায্য করেনি প্রশাসন। এমনই অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। নবারুণ দেব বলেন, দীপরাজের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেলেও প্রশাসনের কোন আধিকারিক তাদের বাড়িতে যায়নি। কোন ধরনের সহানুভূতি তাদের প্রতি প্রকাশ করা হয়নি। তার পরিবারকে একটি চাকরি প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন বাম ছাত্র সংগঠন।

এআইডিএসও

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা দিতে গিয়ে যারা দুর্ঘটনা গ্রস্থ হয়েছেন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্র না করা হলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকতো না বলে দাবি করেন তিনি। তাই দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

গ্রাম কান্নায় ভারি হল

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় বাসটি দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। তাতে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম কমলপুর শহরের মহারানীর বাসিন্দা দ্বীপরাজ দেব্বর্মা(৩৩)। তাঁর দুই মাস আগে বিবাহ হয়েছিল। সে পরীক্ষার্থী কমিশনার দেববর্মার সম্পর্কে শ্যালক ছিলেন। ওই দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় বাসে পরীক্ষার্থী সংখ্যা বেশি ছিল।

রায়দিঘিতে ব্যাহত বিদ্যুৎ পরিষেবা, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের

রায়দিঘি, ৩ মে (হি.স.) : তীব্র দাবদাহে পড়ছে গোটা বাংলা আর তার মধ্যেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট যেন লেগেই রয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে মিলছে না , সেই কারণে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষজন। ঘটনাটি রায়দিঘি দু”নম্বর বোলের বাজার কুমরা পাড়া কাছারি মোড় এলাকায়।অবরোধকারীদের দাবি গত তিন দিন ধরে বেশিরভাগ সময়েই বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে মিলছে না এলাকার মানুষের। বারে বারে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদেরকে বলা সত্ত্বেও তারা কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তীব্র দাবদহে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে যে কারণে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। আর এই পথ অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। অবরোধকারীদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিক করবে এবং আশ্বাস দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবরোধ চলতেই থাকবে।

বাঁকুড়া জেলার দুটি লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ

বাঁকুড়া, ৩ মে (হি.স.) : জেলার দুটি লোকসভা আসন যথাক্রমে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী ও বিষ্ণুপুর আসনে সুজাতা মন্ডল মনোনয়ন জমা দিলেন। শুক্রবার বেলা বারোটা নাগাদ বিশাল শোভাযাত্রা করে দুই প্রার্থী এক সাথে জেলা শাসকের দফতরে আসেন।জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকের হাতে মনোনয়ন পত্র তুলে দেন। এদিন তৃণমূলের প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘিরে কৌতুহল ছিল তুঙ্গে।গত মঙ্গলবার বিজেপি প্রার্থী সুবিশাল ও বৈচিত্রময় মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে তার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় যে মিছিল হবে তা দেখে চমকে যাবে সবাই।এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মনে কৌতুহল বেড়ে যায়।সকাল থেকেই মানুষ মুখিয়ে ছিল কোন মিছিলে লোক বেশী তা পরখ করার জন্য।কিন্তু আজ কার্যত সকলেই হতাশই হলেন।বিজেপির তুলনায় আজকে তৃণমূলের মিছিলে ভিড় সামান্য বেশী হলেও মিছিল বর্নাঢ্য রূপ পায় নি যেটা বিজেপির মিছিলে ছিল এরকম মন্তব্য সাধারণ মানুষের।

এদিকে আজকের তৃণমূলের মিছিলে আশাতীত লোক না হওয়ার কড়া সমালোচনা করে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন তৃণমূল প্রার্থী যে বড় বড় কথা বলছিলেন এত লোক হবে যে বিজেপি অবাক হয়ে যাবে।কিন্তু কি হোল হরিবোল হয়ে গেল।ফেসে গেল কালীরামের ঢোল। আজ মনোনয়ন দাখিলের সময় জেলা শাসকের দফতরে তৃণমূলের প্রার্থীদের সাথ চল্লিশ জন লোক ঢুকেছিল বলে অভিযোগ করে সুভাষ বাবু বলেন শাসক দলের বেলায় কি আলাদা আইন। জেলার

দুটি লোকসভা আসন যথাক্রমে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী ও বিষ্ণুপুর আসনে সুজাতা মন্ডল মনোনয়ন জমা দিলেন। শুক্রবার বেলা বারোটা নাগাদ বিশাল শোভাযাত্রা করে দুই প্রার্থী এক সাথে জেলা শাসকের দফতরে আসেন।জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকের হাতে মনোনয়ন পত্র তুলে দেন। এদিন তৃণমূলের প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘিরে কৌতুহল ছিল তুঙ্গে।গত মঙ্গলবার বিজেপি প্রার্থী সুবিশাল ও বৈচিত্রময় মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে তার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় যে মিছিল হবে তা দেখে চমকে যাবে সবাই।এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মনে কৌতুহল বেড়ে যায়।সকাল থেকেই মানুষ মুখিয়ে ছিল কোন মিছিলে লোক বেশী তা পরখ করার জন্য।কিন্তু আজ কার্যত সকলেই হতাশই হলেন।বিজেপির তুলনায় আজকে তৃণমূলের মিছিলে ভিড় সামান্য বেশী হলেও মিছিল বর্নাঢ্য রূপ পায় নি যেটা বিজেপির মিছিলে ছিল এরকম মন্তব্য সাধারণ মানুষের।

এদিকে আজকের তৃণমূলের মিছিলে আশাতীত লোক না হওয়ার কড়া সমালোচনা করে বিজেপি প্রার্থী ডাঃসুভাষ সরকার বলেন তৃণমূল প্রার্থী যে বড় বড় কথা বলছিলেন এত লোক হবে যে বিজেপি অবাক হয়ে যাবে।কিন্তু কি হোল হরিবোল হয়ে গেল।ফেসে গেল কালীরামের ঢোল। আজ মনোনয়ন দাখিলের সময় জেলা শাসকের দফতরে তৃণমূলের প্রার্থীদের সাথ চল্লিশ জন লোক ঢুকেছিল বলে অভিযোগ করে সুভাষ বাবু বলেন শাসক দলের বেলায় কি আলাদা আইন।

প্রচারে বেরিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে প্রতিমা

বাসন্তী, ৩ মে (হি.স.) : নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই ভোটের প্রচার শুরু করেছেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। এই কেন্দ্র থেকেই দু দুবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এবার জিতলে হ্যাট্রিক করবেন। শুক্রবার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত বাসন্তী বিধানসভার চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে কুমড়োখালি গ্রামে যখন হুডখোলা গাড়িতে চেপে ভোটের প্রচার করছিলেন তিনি তখন এলাকার মহিলারা তাঁর গাড়ি থামান। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যায় তাঁরা ভুগছেন সেই কথা জানান বিদায়ী সাংসদকে। দ্রুত এই পানীয় জলের সমস্যার দাবি জানান তাঁরা। ঘটনায় কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েন প্রতিমা। যদিও তাঁর সাথে থাকা বাসন্তীর বিধায়ক এবং ব্লক তৃণমূলের নেতৃত্ব দ্রুত বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেন।

দীর্ঘদিন ধরেই বাসন্তী ব্লক জুড়ে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। কার্যত শীতের শেষ থেকেই এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা যেমন ভরতগড়, জ্যোতিষপুর, ঝড়খালি, নফরগঞ্জ, চরাবিদ্যা সহ অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে জল স্তর অনেকক্ষানি নেমে যাওয়ায় বেশিরভাগ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে কোথাও কোথাও সাবমারসিবেল পাম্পের মাধ্যমে এলাকায় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও বা জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের তরফে ড্রামে করে এলাকায় এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এলাকার মানুষ নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী পানীয় জল পাচ্ছেন না বলে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছনোর কথা থাকলেও তা এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি। আর সেই কারনেই এদিন বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থীকে কাছে পেয়ে তাঁর কাছে পানীয় জলের দাবি জানান গ্রামের মানুষরা।

স্থানীয় বাসিন্দা কবিতা সর্দার, সুরবালা সর্দাররা বলেন, “আমরা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। বারে বারে পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। দূর দুরান্ত থেকে জল আনতে হচ্ছে, জল কিনে খেতে হচ্ছে। সেই কারনে আজ প্রতিমা মন্ডলকে কাছে পেয়ে তাঁর কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়েছি।” সমস্যার কথা শুনে বাসন্তীর বিধায়ক ও বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। শ্যামল মণ্ডল বলেন, “ যেখানে যেখানে জলের সমস্যা রয়েছে সেখানে সেখানে ড্রামে করে জল পাঠানো হচ্ছে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে।” যদিও এ বিষয়ে প্রতিমা মণ্ডলের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গরমের হাত থেকে বাঁচতে বাসন্তী ব্লক জুড়ে নানা উদ্যোগ স্বাস্থ্য দফতরের

বাসন্তী, ৩ মে (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বাসন্তীতেও গরমে কষ্ট পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই গরমের মধ্যেও কৃষি প্রধান এই এলাকার মানুষজন মাঠে ধান কাটার কাজ করছেন। এছাড়াও পথে ঘাটে বহু মানুষ দৈনন্দিন কাজে বেরচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল হয়ে পড়ছেন অনেকেই। অসুস্থ হতেও দেখা যাচ্ছে অনেককেই। তাই প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছে বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়া রোগীদের জন্য হাসপাতালে বিশেষ ঘরের ব্যবস্থার পাশাপাশি ওআরএস কর্নার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ব্লকের ৬৮ হেলথ সাব সেন্টার ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও ওআরএস কর্নার তৈরি করা হয়েছে।

বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও কাঁঠালবেরিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে একটি করে বিশেষ রুম তৈরি করা হয়েছে। যেখানে এসি, পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে দুটি করে শয্যার ব্যাবস্থা করা হয়েছে হাসপাতালের তরফ থেকে। প্রচণ্ড গরমে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁকে এই ঘরে রেখেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি হাসপাতালে ওআরএস কর্নার, জিঙ্ক কর্নারও করা হয়েছে। বাসন্তী ব্লকের এই দুটি হাসপাতাল ছাড়াও ব্লকের মোট ৬৮ হেলথ সাব-সেন্টারে তৈরি করা হয়েছে ওআরএস ও জিঙ্ক কর্নার। এছাড়া সব কটিতেও গ্রামের মানুষদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা বৈঠক করা হয়েছে। কিভাবে এই প্রচন্ড্র গরমের হাত থেকে তাঁরা নিজেদেরকে রক্ষা করবেন সে সম্পর্কে বার্তা দেওয়া হয়েছে ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে। বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিত বেরা বলেন, “যেভাবে গরম বাড়ছে, তাতে এলাকার বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এই সমস্ত রোগীদের সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি হাসপাতালে এই বিশেষ রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্লকের প্রতিটি প্রান্তেই হাসপাতাল, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাব সেন্টার সব জায়গাতেই ওআরএস কর্নার, জিঙ্ক কর্নার করা হয়েছে।” ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

বিজেপি করার অপরাধে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছয় বছর, বারে বারে জানিও মিলছেনা সুরাহা

কাকদ্বীপ, ৩ মে (হি.স.) : প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেস করলেও পরে বিজেপি দলের সাথে যোগ দেন মাদব চন্দ্র পড়ুয়া, আর সেটাই ছিল তার সব থেকে বড় দোষ যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের রাস্তা ও বিদ্যুৎ মিলছে না ওই ব্যক্তির। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বাজার এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা সমর্থক মাধব চন্দ্র পড়ুয়া। জায়গার মালিকের কাছ থেকেই রাস্তা সহ বাস্তু জায়গা কিনে বসতবাড়ি করে বসবাস করতে থাকে প্রায় ১১ বছর আগে থেকে।

এমনকি দলিলে উল্লেখিত নিজের কেনা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিল মাধববাবু। শাসক দলের ভোট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় মাধব চন্দ্র পড়ুয়াকে। আর তারপর থেকেই চরম হেনস্থা শিকার হচ্ছে এই মাধব চন্দ্র পড়ুয়া। দেওয়া হচ্ছে না চলাচলের রাস্তা। বর্ষাকালেই এক কোমর জল থেকে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে কখনো লোকের বাঁশ বাগান কখনো জল ঝাপিয়ে মাঠের মধ্য থেকে যাতায়াত করতে হচ্ছে, এমনকি এখনো পর্যন্ত বাড়িতে বিদ্যুতের আলোও পৌঁছায়নি তার। স্থানীয় পঞ্চায়েত , প্রশাসন, শাসক দল কে জানিও কোন কাজ হচ্ছে না এমনই অভিযোগ মাধব চন্দ্র পড়ুয়ার, বিজেপি করার অপরাধে এই দুর্ভোগান্তি চলছে। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে শাসকদলের দাবি এই ঘটনার সাথে শাসক দল কোন ভাবেই যুক্ত নয় সম্পূর্ণটাই পারিবারিক বিষয়, উনি কার থেকে জায়গা কিনেছেন কি করেছেন ওনার ব্যাপার।তবে প্রশ্ন উঠছে কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও কেন রাস্তা করতে দেওয়া হচ্ছে না মাধব চন্দ্র পড়ুয়াকে? বিজেপি করাই কি তার অপরাধ যে কারণে এতদিন ধরে রাস্তা হোক বা বিদ্যুৎ কোন কিছুই পাচ্ছে না ওই স্থানীয় বাসিন্দা।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন শুভদীপের, ছেলের জন্য লড়াই চালানোর বার্তা দিনমজুর বাবার

ক্যানিং, ৩ মে (হি.স.) : ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের ছাত্র শুভদীপ। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সকলকে তাক লাগিয়ে সমস্ত বিষয়ে লেটার পেয়ে পাশ করেছে সে। অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান, ভূগোল বিষয়ে পেয়েছে নব্বইয়ের বেশি নম্বর। সব মিলিয়ে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৬১৩ নম্বর পেয়েছে শুভদীপ। তাঁর স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারে আদৌ কিভাবে তা সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের কেউই। ক্যানিং থানার ঠিক পিছনেই বাড়ি শুভদীপদের। বাবা প্রদীপ হালদার দিনমজুর। মা শিবানী হালদার সাধারণ গৃহবধূ। একমাত্র সন্তান শুভদীপের পড়াশোনায় যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই কারণে সংসারের অনেক খরচ কার্যত বন্ধ করে ছেলের পড়াশুনার পেছনে খরচ করেছেন তাঁরা। আগামিদিনেও সেই চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলে দাবি দরিদ্র দম্পতির। শিবানী বলেন, “ সংসারে ওর বাবাই একমাত্র রোজগেরে মানুষ। ছেলের পড়াশুনায় যাতে কোন অসুবিধা না হয় তাই অনেক সময় ওভার টাইম কাজও করেন।

এই প্রচন্ড্র গরমেও একদিনের জন্য দিনমজুরের কাজ বন্ধ করেননি। ছেলের ইচ্ছে ডাক্তার হওয়ার, আমরাও চাই ওঁর ইচ্ছে, স্বপ্ন পূরণ হোক। কিন্তু জানিনা কিভাবে তা সম্ভব?'' প্রদীপ বলেন, “ছেলের পড়াশুনার জন্য যতটা সম্ভব আরও পরিশ্রম করবো। ছোট থেকেই ও পড়াশুনায় ভালো। তাই আমরাও চেষ্টা করছি ওর পাশে থাকার।”

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা আলাদা করে কোন সাহায্য করতে পারেননি তাঁকে। তবে ক্লাসে সর্বদা সাহায্য করেছেন বলে জানায় শুভদীপ। পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়, ইংরেজি সহ মোট চারজন গৃহশিক্ষক সবসময় তাকে সাহায্য করেছে।

শুভদীপ বলে, “ রেজাল্ট আরও একটু ভালো হবে আশা করেছিলাম। সব বিষয়ে নব্বইয়ের উপর নম্বর পাওয়ার কথা ছিল। যাই হোক উচ্চমাধ্যমিকে আরও ভালো রেজাল্ট করতে হবে। নিট পরীক্ষাই আপাতত আমার কাছে পাখির চোখ। বড় হয়ে ডাক্তার হওয়াই আমার স্বপ্ন।”

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আগামীকাল থেকে টিসিএ-র সন্তোষ স্মৃতি এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত। রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে এবারকার সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। অন্যান্য বারের মতো এবারও সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে আটটি দল অংশ নিচ্ছে। ক্লাব দলগুলো হলো বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব বা বিসিসি, চলমান সংঘ, কসমোপলিটন, হার্ভে, মৌচাক, ওল্ড প্লে সেন্টার বা ওপিসি, পোলস্টার এবং ইউনাইটেড বি এস টি। এমবিবি স্টেডিয়াম, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ড এবং টি আই টি গ্রাউন্ড - খেলা হবে এই তিনটি গ্রাউন্ডেই।

আগামীকাল থেকে টুর্নামেন্ট শুরু করে একদিন অন্তর অন্তর তিন মাঠে তিনটি করে ম্যাচ রাখা হয়েছে। তবে শেষদিকে পরপর দুইদিন দুটি করে ম্যাচ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলা হবে সিঙ্গেল লীগ প্রথায় মোট ২৮ টি। প্রতিদিন সকাল পৌনে নয়টা থেকে ম্যাচ শুরুর সময় ধার্য রয়েছে। টিসিএ থেকে ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ৫ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে পোলস্টার ও ওপিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে মৌচাক খেলবে হার্ভে-এর বিরুদ্ধে। পরদিন বিরতি কাটিয়ে ৭ মে, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন ও মৌচাক পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও ইউনাইটেড বিএসটি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৯ মে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মৌচাক খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ ও ওল্ড প্লে সেন্টারের খেলা। টিআইটি গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও হার্ভে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১১ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ ও বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের খেলা। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে হার্ভে ও ওল্ড প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

কলকাতায় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে জয় অব্যাহত তামিলনাড়ু, রেলওয়েজের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগোচ্ছে তামিলনাড়ু ও রেলওয়েজ। অপরদিকে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে দিল্লি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত ২৮ তম সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা রাজমাতা জিজাভাঈ ট্রফি ফুটবল আসর শুরুতেই যেন জমজমাট হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় দিনে আজ, শুক্রবার গ্রুপ এ-এর তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনাল রাউন্ডের এই খেলায় দুটি গ্রুপে মোট ১২ টি দল খেলছে। সকাল আটটায় শুক্রবার, দিনের প্রথম খেলায় দিল্লি এক-শূন্য গোলের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। উদ্বোধনী দিনে দিল্লি ০-৩ গোলে তামিলনাড়ুর কাছে হেরেছিল। বিকেল চারটায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন মাঠেই রেলওয়েজ ৩-১ গোলের ব্যবধানে পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছে। একই সময়ে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দিনের অপার খেলায় তামিলনাড়ু ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে ওয়েস্ট বেঙ্গল টীম তথা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন টিমকে পরাজিত করেছে। রেলওয়েজ এবং তামিলনাড়ু উভয় দলের কাছেই এটি দ্বিতীয় জয়।প্রথম দিনের খেলায় রেলওয়েজ ৩-০ গোলে চন্ডিগড় কে পরাজিত করেছিল। ওই দিন তামিলনাড়ু ৩-০ গোলে দিল্লিকে হারিয়েছিল।এদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শেষে গ্রুপ-এ তে তামিলনাড়ু শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষের দল রেলওয়েজ। দিনের খেলা : হরিয়ানা বনাম ঝাড়খন্ড, সকাল ৮ টায়। বিকেল চারটায় মনিপুর বনাম সিকিম এবং উড়িষ্যা বনাম মহারাষ্ট্র।

যোগা অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস কে সামনে রেখে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কিছু কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১০ম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজন সহ বিবিধ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন আগামীকাল বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। বেলা ১১ টায় মেলার মাঠে এগিয়ে চলো সংঘের কনফারেন্স হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য নির্দিষ্ট বিষয় সমূহের পাশাপাশি ২০২৩এ অনুষ্ঠিত ৪৩ তম জাতীয় যোগাসনের নানা বিষয় ও টিম ম্যানেজারের প্রদত্ত রিপোর্টের উপরও আলোচনা হবে এই বৈঠকে।

গত এক বছরে সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশও আগামীকাল বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচনার টেবিলে উঠানো হবে।

বিশেষ এই বৈঠকে সংস্থার সকল সদস্যদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রাক্তন ফুটবলার, প্রশিক্ষক হরি শর্মার স্মরণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে আগামীকাল এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন সভাপতি, ফুটবলার এবং প্রশিক্ষক হরি শর্মার স্মরণসভা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় স্মরণসভার কাজ শুরু হবে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার অফিস ঘরের সামনে। এই স্মরণ সভায় প্রাক্তন, বর্তমান ফুটবলার, প্রশিক্ষক, ক্রীড়া সংগঠক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের ক্রীড়াবিদদের উপস্থিত থাকার জন্য উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্পাদক দীপঙ্কর দাশ এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ফের ১১৮ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ মে:-গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১১৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। অভিযান চলে শুক্রবার বিকেলে রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন বরদৌস লেইক এলাকায়। ইন্সপেক্টর কাথারাই দেববর্মার নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। বরদৌস লেইক এলাকায় দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে গভীর জঙ্গল থেকে বস্তা উদ্ধার করে পুলিশ। এই বস্তা থেকে ১২০ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। মোট ১১৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পুলিশ উদ্ধারকৃত গাঁজার বস্তা নিয়ে আসা হয় পিআর বাড়ি থানায়।

দিলীপ কুমার রায়ের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: ভ্যালেন্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং প্রফেসর ডক্টর দিলীপ কুমার রায় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রয়াত প্রফেসর ডক্টর দিলীপ কুমার রায়ের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হয়। এদিন শুরুতেই ভ্যাটের কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রয়াতের উদ্দেশ্যে স্মরণসভায় ভ্যাট এবং ট্রাস্টের সদস্য-সদস্যারা ছাড়াও উনার অন্যান্য গুণমুগ্ধরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীলেখা রায় উনার কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে ডাক্তার ভোলানাথ সাহা কলেজ জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। সবশেষে ট্রাস্টের ট্রেজারার বিপুল কান্তি মজুমদারের আলোচনায় প্রফেসর ডঃ রায়ের কাজ করার প্রবল ইচ্ছা ও তার উদ্যমকে পাথেয় করে সবাইকে এগিয়ে যাবার আহ্বান রেখে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে ওই দিনের স্মরণ সভার কাজ শেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে ঝড় তুলছেন মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে : পশ্চিমবঙ্গের দমদম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত ও বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে মনোনীত প্রার্থী সজল ঘোষ সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আজ বরানগর বিধানসভার বিথি দে কলোনী ২০ নং ওয়ার্ডে কার্যকর্তাদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারক সুধাংশু দাস। এদিন তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্তিশালী করতে বিজেপিকে নিজের মূল্যবাণ ভোট প্রদান করুন। ভোট প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন সূর্য্যোদয় ঘটাতে সবার প্রতি বিনম্র আহ্বান রাখেন তিনি।

পুর নিগমের উদ্যোগে জলছত্রের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে : তীব্র গরমের কিছুটা স্বস্তি দিতে পথ চলতি মানুষদেরকে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে জলছত্রের আয়োজন করা হয়েছে। আজ ৭রামনগর ৩৬ নং ওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে দশমীঘাট মহাবীর ক্লাবের সামনে পথ চলতি মানুষের মধ্যে ঠান্ডা পানীয়, তরমুজ সহ নানা জলযুক্ত ফল বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কাউন্সিলর নিতু দে, সহ অন্যান্যরা। এদিন মেয়র বলেন, সারা রাজ্যের সাথে আগরতলা ও তীব্র দাবদাহে জ্বলছে। এই গরমকে উপেক্ষা করে কাজ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাই গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য পথ চলতি মানুষের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় জল, সহ তরমুজ বিতরণ করা হচ্ছে।

নাবালিকা অপহরণের ছয় মাস পর গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: নাবালিকা অপহরণের ছমাস পর গ্রেপ্তার হলো অভিযুক্ত। অভিযুক্তের নাম তমাল সরকার (২৪)। তার বাড়ি লেফুঙ্গা থানা এলাকায়।খবরে প্রকাশ, গত চার নভেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছিল। ওই নাবালিকাকে খুজে না পেয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে এক লিখিত অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার। ঘটনার তিনদিন পরে পুলিশ তদন্তে নেমে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু এই ঘটনায় কাউকে জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।অবশেষে দীর্ঘ ছয় মাস পর যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে নাবালিকা অপরহমান কাণ্ডের অভিযুক্ত তার নিজ বাড়িতে এসেছে। এই খবর পেয়ে পুলিশ গভীর রাতে অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার ভোর বেলায় তাকে যাত্রাপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদিনই তাকে আদালতে সোপর্দ্য করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের খোঁজ মিলবে বলে ধারণা পুলিশের।

দেবকে হারিয়ে জয়ের বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত, দাবি হিরণের

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩ মে, (হি.স.): শুক্রবার মনোনয়ন জমা দিলেন ঘাটালে তৃণমূলের দেবের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিজেপি প্রার্থী আর এক টলিউড তারকা হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে হিরণ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে হিরণ সংবাদমাধ্যমকে জানান, দেবকে হারিয়ে জয়ের বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।

ধর্মীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার উদযাপন দেখা গেল বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমায়। বৃহস্পতিবার ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী তথা টলিউড সুপারস্টার দেব মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

শুক্রবার সকালে খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুরে লোকাল ট্রেনে চেপে আসেন হিরণ। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত টোটো ভাড়া করে পৌঁছন তিনি। সেখান থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে জেলাশাসকের কার্যালয়ে এসে মনোনয়ন জমা দেন। শুধু তাই নয়, মনোনয়ন জমা দিতে আসা সিপিআই প্রার্থী তপন গাঙ্গুলির পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন হিরণ। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন বিরোধী দলের প্রার্থীর সঙ্গে।এদিকে, হিরণ ছাড়াও এদিন জেলাশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল, সিপিআই প্রার্থী বিপ্লব ভট্ট এবং ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই প্রার্থী তপন গাঙ্গুলি।

জঙ্গলের আগুন থেকে জমির ফসল বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

বাঁকুড়া, ৩ মে (হি.স.) : জঙ্গলে আগুন থেকে নিজ জমির ফসল বাঁচাতে গিয়ে আগুনে পুড়ে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ। শুক্রবার সকালে বেলিয়াতোড় রেঞ্জের বনগ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ফি বছর বাঁকুড়ার জঙ্গলে ঝরা পাতায় কিছু দুস্কৃতি আগুন ধরিয়ে দেয়। এবছরও শীত শেষ হতেই বসন্তের মাঝামাঝি থেকে এই তপ্ত গ্রীষ্মে জেলার জঙ্গল গুলিতে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা থেকে মাঠের ফসল ও বাগানের চারা গাছ বাঁচাতে গিয়ে সেই আগুনেই পুড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। যদিও সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন এই আগুন জঙ্গলের আগুন ছিল না। জঙ্গল লাগোয়া একটি দেব স্থানের ঝোপঝাড়ে কেও আগুন ধরিয়ে দেয় সেই আগুন থেকে নিজের মাঠের ফসল আটকাতে গিয়েই সম্ভবত আগুনে পড়ে গিয়ে ঝলসে যান ওই বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধের নাম গুরুপদ মন্ডল (৬৬)।

বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ মাল বলেন, গুরুপদ মন্ডলের কিছু জমি রয়েছে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়। সেই জমির একাংশে খসলা ও বাকি অংশে আম, জাম, সোনাঝুরি, সেগুন, ইউক্লিপটাশ ইত্যাদি গাছের চারা লাগিয়েছেন। গুরুপদ বাবু মাঠ দেখতে গিয়ে দেখেন পাশের জঙ্গলে আগুন লেগেছে। তিনি আশংকা করেন ঝরা পাতার আগুন তার বাগানের ঝরা পাতাকেও গ্রাস করতে পারে। তখন তিনি জঙ্গলের আগুন যাতে তার বাগানে আসতে না পারে সেজন্য কাঁচা ডালপালা ভেঙে ঝাপট মেরে মেরে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তারপর কোনোভাবে তিনি আগুনের উপর পড়ে যান। মৃতের ছেলে অদ্বৈত মন্ডল বলেন খবর পেয়ে গিয়ে দেখি বাবার শরীরের পুরো অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পুলিশ দমকলে খবর দিলে একটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।এদিকে বেলিয়াতোড়ের বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাল বন দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে বলেন, প্রতি বছর জঙ্গল পুড়ে খাক হয়ে যায়। কিন্তু বন কর্তারা উদাসীন দুস্কৃতিদের জব্দ করার ব্যাপারে। এবিষয়ে পুলিশ সচেতনতার প্রচার করছে কিন্তু বন কর্তারা চুপ কেন বুঝতে পারছি না। এদিকে বেলিয়াতোড়ের রেঞ্জ অফিসার মহিবুল ইসলাম, এটা জঙ্গলের আগুন ছিল না বলে জানান।পুলিশ জানিয়েছে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত করা হবে।

বিধায়ককে কারন দর্শানোর নির্দেশ, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বিধায়ক যাদব লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ মে: ২ -ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) আসনের জন্য ভোট গ্রহণকালে গত ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ ইং নির্বাচনী আদর্শবিধি উলঙ্ঘনের দায়ে বিধায়ক যাদব লাল নাথকে উত্তর জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এক কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন।

এর উত্তরে গতকাল বিধায়ক যাদব লাল নাথ তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি হবে না বলে জানান। জেলা নির্বাচন আধিকারিক এর পক্ষ থেকে বিধায়ক যাদব লাল নাথ কে ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়।

নিরীহ যুবককে মারধোর ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মে: এক এসপিও জওয়ান এক নিরীহ যুবককে বেধরকভাবে মারপিট করে এবং নগদ অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। চিনিবাগান এলাকার বাসিন্দা বিকাশ দেবনাথ পেশায় একজন এসপিও জওয়ান।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা বিকাশ দেবনাথ তার বাড়ির সামনে রাখু কর নামে এক যুবককে আটক করে বেধড়কভাবে মারপিট চালায়। যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় ওই যুবক। পাশাপাশি তার পকেট থেকে নগদ আট হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। উক্ত বিষয় নিয়ে রাখু কর শুক্রবার দুপুর বেলা কৈলাসহর থানায় এসপিও জওয়ান বিকাশ দেবনাথের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

রাখু কর সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে জানায় বিকাশ দেবনাথের কাছ থেকে সে কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিল বিগত কিছুদিন পূর্বে। গতকাল রাত্রিবেলা চিনিবাগান এলাকায় সেই এসপিও জওয়ান বিকাশ দেবনাথ তাকে আটক করে তার পাওনা টাকা চায়।তখন সে বলে আমার কাছে বর্তমানে খুচরো নেই।তাই তোমাকে টাকা দিতে এখন পারব না। অভিযোগ এরপরই নাকি বিকাশ দেবনাথ তাকে লাঠি দিয়ে বেধরকভাবে মারপিট চালায়। যার ফলে সে গুরতরভাবে আহত। তাই সে আজ ন্যায় বিচারের দাবিতে কৈলাশহর থানায় বিকাশ দেবনাথের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ডুবে তিন কিশোরের মৃত্যু

কলকাতা, ৩ মে, (হি.স.): গরম থেকে বাঁচতে বিকেল বেলা পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল তিন কিশোর। তাতেই বিপত্তি। শুক্রবার জলে তলিয়ে গেল তিন জন। কলকাতার তিলজলার ঘটনা। তিন জনের দেহ উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন কিশোর একই পাড়ার বাসিন্দা। তিলজলার সিএন রায় রোডে থাকত। মৃতদের নাম ইমতিয়াজ আলি (১৪), হায়দার আলি (১৫), মহম্মদ সাহিল (১৬)। তাদের এক জনের পরিবারের দোকান রয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল তিন জন। ৪২ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে রয়েছে সেই পুকুর। সেখানে নেমে তলিয়ে যায় তিন জন। স্থানীয়েরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এর পর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরা পুকুরে নেমে তিন কিশোরের দেহ উদ্ধার করেন। তিন জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে পিছিয়েপড়া জনজাতিদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা সফল হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে : ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বিগত দুই বছরে দেশের পিছিয়েপড়া জনজাতি (PVTG) ও অন্যান্য জনজাতি সম্পদায়ের জনগণকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে ব্যাপকভাবে যুক্ত করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। দেখা গেছে ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের ১ম ও ২য় ধাপে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অ'লে বিপুল সংখ্যায় জনজাতি সম্পদায়ের নির্বাচকরা ভোট দিয়েছেন। দেশের গ্রেট নিকোবরের শোম্পেন সম্পদায়ের জনজাতিরাও এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন যা প্রক'ত অর্থেই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে গত ১ মে এক প্রেস নোটে একথা জানানো হয়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রেস নোটে আরও বলা হয়েছে বিগত দুই বছরে দেশের পিছিয়েপড়া জনজাতি (PVTG শ্রেণীর জনজাতিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় যে সমস্ত রাজ্যে পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের বসবাস রয়েছে সেখানে বিশেষ প্রচার শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী-২০২৩'র প্রাক্কালে ২০২২-এর নভেম্বর মাসে পুনেতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দেশে পিছিয়েপড়া জনজাতি শ্রেণীর ভোটারদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ প্রচার কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ত্রিপুরাতে একমাত্র রিয়াং জনজাতিরাই পিছিয়েপড়া জনজাতি শ্রেণীভুক্ত এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রগুলিতে তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরায় পিছিয়েপড়া জনজাতি শ্রেণীর ব্র ভোটারগণ ধলাই জেলা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা, গোমতী জেলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করছেন। রাজ্যের ব্র বা রিয়াং জনজাতিদের একটা বড় অংশ মিজোরাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন পুনর্বাসিত এলাকায় বসবাস করছেন।

উল্লেখ্য, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ হচ্ছে জনজাতি অংশের মানুষ। তাদের মধ্যে ৭৫টি জনজাতি সম্পদায় হচ্ছে পিছিয়েপড়া জনজাতি (PVTGশ্রেণীর। নতুন নতুন জায়গাতে ভোট কেন্দ্র খোলাতে পিছিয়েপড়া জনজাতি শ্রেণীর ভোটারগণ বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে পেরেছেন। প্রেস নোটে গত ১১টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ১৪টি পিছিয়েপড়া জনজাতি সম্পদায়ের প্রায় ৯ লক্ষ ভোটার ছিল বলে ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়েছে।

তীব্র গরমের মাঝে কল্যানপুর গ্রামীণ ব্যাংকে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ মে : একদিকে তীব্র গরমের ঝাঁজে পুড়ছে রাজ্য, বৃষ্টির দেখা না পেয়ে দিশাহারা জনজীবন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশাসন থেকে বারবার অনুনয় করা হচ্ছে সাধারণ মানুষ যাতে করে সচেতন থাকে এবং তীব্র দাবদাহের মধ্যে যাতে রাস্তায় না বেরুতে হয় সেই বিষয়টা নজরে রাখার জন্যও বারবার আবেদন রাখা হচ্ছে।

তবে এরই মধ্যে কল্যাণপুরের ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের সামনের যে চিত্র সেই চিত্র প্রমাণ করছে সত্যি সত্যি সাধারণ মানুষের কপালটাই খারাপ। প্রচন্ড গরমের মাঝেও কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকের ভেতরে বাইরে প্রচুর সংখ্যক গ্রাহক উপস্থিত থাকছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে ব্যাংকের নাকি সফটওয়্যার সম্পর্কিত কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে তার জন্য সমস্ত গ্রাহক বিশেষ করে যারা রেগা কাজের পারিশ্রমিক গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাদেরকে রীতিমতো লাইন ধরে পুনরায় আধার লিংক করতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সহজেই অনুমেয় এই গরমের মধ্যে এভাবে ভিড় করে আধার লিংকে করতে গিয়ে কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকের একাংশ গ্রাহককে প্রচন্ড হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। গোটা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অংশের গ্রাহকদের সাথে কথা বললে তারা এ বিষয়ে তাদের যে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে তা স্বীকার করার পাশাপাশি দাবি করেন যাতে করে এই সমস্যা অনতিবিলম্বে সমাধান করা যায় তার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে মৃত্যু অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে: ভালোবেসে বিয়ে করে শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। মর্মান্তিক এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক তরুণী গৃহবধূর। তরুণী গৃহবধূর নাম পূজা দাস(১৯)। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মৃত গৃহবধুর পিতা দীপক দাসের কাছ থেকে জানা যায়। গত তিন থেকে চার বছর আগে প্রশাসনের অগোচরে ভালোবেসে রাজধানীর আড়ালিয়া এলাকার নাবালিকা পূজার সাথে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিল আমবাসার প্রলয় দেবনাথের।বিয়ের পর থেকেই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পরিবারের ঝামেলা লেগে থাকতো।গত ১৬মে বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে শশুর বাড়িতে যাওয়ার পর শাশুড়ি এবং স্বামীর সাথে বাপের বাড়িতে আসার বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধে গৃহবধুর সঙ্গে। তারপরেই অগ্নিদগ্ধ হয় গৃহবধূ পূজা। তারপর গৃহবধূকে নিয়ে যাওয়া হয় কুলাই হাসপাতালে। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে না উঠায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি পূজার। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হার মেনে যায় পূজা।বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পূজার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়েহারা পিতা দীপক দাস অভিযুক্ত স্বামী প্রলয় দেবনাথ এবং অভিযুক্ত শাশুড়ি প্রভাতী দেবনাথের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। এদিকে মৃত গৃহবধুর শাশুড়ি প্রভাতী দেবনাথের দাবি পুত্রবধূ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময় তিনি বাজারে ছিলেন, এবং উনার ছেলেও কাজের জন্য বাড়িতে ছিলেন না।

বাড়ির ভাড়া ও আবর্জনা ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই মহিলার ঝগড়া, মামলা থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মে: আবর্জনা ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই মহিলার ঝগড়া থানা পর্যন্ত গড়ালো। কৈলাসহরের গুলধারপুর এলাকায় এক মহিলার বাড়ির মধ্যে বাড়ির আবর্জনা ফেলার অভিযোগ উঠল ওই একই এলাকার অন্য এক মহিলার বিরুদ্ধে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা মাধবী তরফদার নামে এক মহিলা উনার স্বামী ও সন্তানদেরকে নিয়ে ওই একই এলাকার বাসিন্দা আরতি দামদাসের বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। মাধবী তরফদার অনলাইনের মাধ্যমে ঘরের ভাড়া আরতি দামদাসকে দিতেন। মাধবী তরফদার সেই ভাড়াবাড়িটি ছেড়ে দিবেন বলে মালিককে জানায়।কেননা ঐ এলাকায় মাধবী তরফদার একটি ঘর নির্মাণ করেছে এরপর নতুন বাড়িতে বিগত কয়েক মাস পূর্বে মাধবী তরফদার চলে আসে। ঘরের ভাড়া বাবদ আরতি দামদাস মাধবী তরফদারের কাছে তিন মাসের ভাড়া পায়।অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে আরতি দামদাস উনার ছেলে ও উনার স্বামীকে নিয়ে মাধবী তরফফারের বাড়িতে এসে হাজির হয়। এবং আরতি দামদাসের বাড়ির আবর্জনা এনে মাধবী তরফদারের উঠানের মধ্যে ফেলে দেয় এবং বলতে থাকে তোমার কাছে আমি পাঁচ মাসের ভাড়া পাই। এমনকি আরতি দামদাস মাধবী তরফদারকে মারার জন্য উদ্যত হয়। এমনকি হুমকি সুরে বলে তোমরা এই এলাকায় কিভাবে থাকো তাও আমরা দেখে নেব। উক্ত বিষয় নিয়ে ওই এলাকায় আজ সকাল বেলা সালিশি সভার আয়োজন করলেও কোন সমাধান সূত্র বের হয়নি।

ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ মে : নিজ ঘরে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক। ওই ঘটনা গোবিন্দপুর এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নামে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ।ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কাকভোরে আনুমানিক চারটা নাগাদ বাড়ির লোকজনদের অজান্তে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানাধীন গোবিন্দপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ড এলাকায় নিজ ঘরে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় এক যুবক। তার নাম নিতেন কুমার সিংহ (১৬) পিতা নীল কুমার সিংহ। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় চুড়াইবাড়ি থানায়। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে নিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার কবলে কিডজি স্কুল ভ্যান, আশঙ্কাজনক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ মে : দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কিডজি স্কুলের ভ্যান। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে গাড়িটি। অল্পতে রক্ষা পেল গাড়িতে থাকা প্রায় সাতজন স্কুল পড়ুয়া কচিকাঁচারা। কিন্তু ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ির চালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলচর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ স্কুল পড়ুয়া কচিকাঁচাদের নিয়ে টি আর ০৫ ৩৫৯০ নম্বরের কিডজি স্কুলের ভ্যান করে যাওয়ার পথে ধর্মনগরের পশ্চিম দেওয়ানপাশা গ্রাম এলাকায় গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে অল্পতে রক্ষা পেল গাড়িতে থাকা প্রায় সাতজন স্কুল পড়ুয়া কচিকাঁচারা। কিন্তু ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ির চালক গুণমনী সিং। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলচর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চলন্ত আপ শিয়ালদহ লোকাল থেকে পড়ে গুরুতর জখম এক যুবতী, চাঞ্চল্য জয়নগরে

জয়নগর, ৩ মে (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে ট্রেন থেকে পড়ে গেল এক যুবতী। স্থানীয় যুবকদের তৎপরতায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গুরুতর জখম ওই যুবতীকে আনা হয় একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাকে পাঠানো হল কলকাতা চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

জয়নগর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর লাইব্রেরীর মোড় সংলগ্ন রেল লাইনের ধারে এলাকার যুবকরা খেলাধুলা করছিল। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শিয়ালদাগামী নামখানা লোকাল যখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় চলন্ত ট্রেন থেকে এক যুবতীকে পড়ে যেতে দেখে ওই যুবকেরা। সাথে সাথে এলাকার যুবকরা ওই যুবতীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে জয়নগরে একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। যুবতীর মাথায় ও পায়ে গভীর ক্ষত হয়েছে দুর্ঘটনার জেরে। জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা করেই নার্সিংহোম এর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়। খবর পেয়েই নার্সিংহোমে ছুটে আসেন জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল , এসআই উত্তম বিশ্বাস, এএসআই সুকুমার মন্ডল সহ পুলিশের একটি বিশেষ দল। জখম যুবতীর ব্যাগ থেকে তার আধার কার্ডের জেরক্স উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ওই যুবতীর নাম আফসানা খাতুন, বাড়ি ফলতা থানার সুজাপুর এলাকায়। ফলতা থানার সাথে যোগাযোগ করে তার বাড়িতে খবর দেওয়ার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ, পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহযোগিতায় জখম যুবতীকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

লরি চাপা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু শান্তিপুরে উত্তেজনা

নদিয়া, ৩ মে (হি.স.) : লরি চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৯৩ বছর বয়সী এক বৃদ্ধর। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে।

জানা যায়, মৃতের নাম তৈয়ব শেখ, বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভা এলাকার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে।

স্থানীয়দের দাবি, শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন। তারপরেই এই দুর্ঘটনা। পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটকে রাখে। আহত বৃদ্ধকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সূত্রের খবর গাড়ির খালাসি লরিটি চালাচ্ছিলেন।

আর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৃদ্ধর গায়ের উপর গাড়িটি তুলে দেন। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে শান্তিপুর থানার।ময়না তদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে দেহপাঠানো হয়। আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।